

কালো ফুল রাঙ্গা ফুল

রমানাথ ভট্টাচার্য



৩৬ এ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯

KALO PHUL RANGA PHUL
A Collection of Bengali Poems
by
RAMANATH BHATTACHARYA

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১৭, কলকাতা বইমেলা

গ্রন্থস্থল
শ্যামাশিস ভট্টাচার্য

প্রকাশক
গীতাঞ্জলি হাজরা
পাঠক | ৩৬এ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯

বর্ণসংস্থাপক
অঙ্করবৃত্ত | কলকাতা ৭০০ ০৩৬

মুদ্রক
গীতা প্রিস্টার্স | ৫১এ ঝামাপুর লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
দেবাশিস সাহা

২০০ টাকা

কবি-প্রাবন্ধিক-অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায়
অনুজপ্রতিম সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়

পরিচয়

শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্য একজন প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ বাঙালি প্রবাসী কবি। দেশভাগের পর এই পরিবারটি আসাম প্রদেশেই স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর লেখাপড়া, জীবন ও জীবিকার সূত্রপাত আসাম প্রদেশেই, কাব্যজীবনেরও। প্রত্যেক মানুষই নিজেদের প্রকাশের জন্য পছন্দের মাধ্যম খুঁজে নেন। কবিদের মাধ্যম হয় তাঁদের কবিতা। কবিতায় নিজেকে প্রকাশ করা মানে নিজের মনের কথাকে তুলে ধরা। এই ক্ষমতা সকলের থাকে না। অনেকের ক্ষেত্রে এর জন্য নিয়মিত অনুশীলন করতে হয়, অনেকের ক্ষেত্রে এটা এক ধরনের সহজাত ক্ষমতা। শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্য এই পর্যায়ের অস্ট। কবিত্বের সহজাত ক্ষমতা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন, তারপর দীর্ঘজীবনব্যাপী ক্রমাগত অনুশীলনে তা আরও পরিশীলিত হয়েছে। আজ পরিণত বয়সে উপনীত হয়ে তাঁর কবিতা তাই গাঢ় ও সংহত। বলা যাতে পারে বয়স অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর কবিত্বকে যেন একাত্ম করে। কেবল বিষয়ের ক্ষেত্রেই নয়, আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব এনেছে। তাঁর কাব্যরচনার সঙ্গে আমি দীর্ঘকাল পরিচিত, তাঁর সৃষ্টির ধারাবাহিকতাও আমি লক্ষ্য করে চলেছি। মনে হয়, তিনি যেন এবার পরিণতির পর্বে এসে দাঁড়িয়েছেন, রোমান্টিকের অতৃপ্তি অবশ্যই তাঁর এই পর্বের কবিতায় আছে, কিন্তু কোথাও কোন তিস্ততা নেই।

যেসব জায়গায় এই প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ কবি নিজেকে তুলে ধরেন তেমন দু-একটা জায়গার দিকে তাকানো যাক।

রোমান্টিকতা শ্রেষ্ঠ কবির প্রাণধর্ম। প্রেম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য এই তিনটিই হল এর মূল ভিত্তি। প্রস্তরের প্রথম কবিতাতেই এর সূত্রপাত—

তুই এলে সই
মন গলে যায় প্রাণ গলে যায়
তুই চাঁপা তুই জুই কুন্দকলি তুই
হাসিতে তোর জ্যোৎস্না জুলে
চাউনিতে তোর পুলক ঝারে
শরীরখানি রামধনু তোর
মন গলে যায় প্রাণ গলে যায় সই
(তুই এলে জুই)

কবিতার ছত্রে ছত্রে তীব্র ইন্দ্রিয়াসংক্ষি, দেহনির্ভর সৌন্দর্যের স্মৃতি। আবার ‘রূপ থেকে
তোর আগুন বারে / মুখ থেকে তোর আলোক বারে— / চোখ থেকে তোর জ্যোৎস্না বারে
/ মরি মরি মরি সুন্দরী—’ এই জাতীয় উপমাবা স্মৃতি অত্যধিক দেহনির্ভর এমন কি প্রস্ত্রের
শেষ কবিতাটিতেও তিনি দেহ-নির্ভরতা তিনি উপেক্ষা করেননি।

একটা কথা অনুযাগী পাঠক মাত্রেই মনে হবে। সাধারণত, পরিগত বয়সে উপনীত
হয়ে অনেক কবিই অধ্যাত্ম জগতের দিকে ফিরে আসেন। কেউ কেউ অতীত স্মৃতি রোমস্থল
করেন। রমানাথবাবু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী। তিনি হারানো ঘোবনকে, ইন্দ্রিয় সচেতন
আবেগকে এই কবিতাগুলিতে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। এইখানেই তিনি তাঁর
সমসাময়িকদের থেকে আলাদা হয়ে যান।

১ জানুয়ারি ২০১৬

বিধাননগর

কলকাতা - ৭০০১০৬

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

প্রসঙ্গ ‘কালো ফুল রাঙা ফুল’

‘কালো ফুল রাঙা ফুল’ আমার নবম কাব্যগ্রন্থ। সংকলনটি একটি প্রেমকাব্য। অভিজ্ঞতা ও কঞ্জনার সমাহারে সৃষ্টি এসব কবিতা বিচিত্রগান্ধি অর্থাৎ বহুমুখী প্রেম এই প্রস্তুত কবিতাগুলির বিষয়বস্তু। আসলে প্রেম এক আদি-অন্ত-মধ্যাহ্নীন বিশাল বিষয়—তার বিস্তার ও গভীরতা শুধু সাগরের সঙ্গেই তুলনীয়; সাগর-তরঙ্গ যেমন সংখ্যাতীত, প্রেমতরঙ্গও তেমনি গণনার অতীত। সমূহ প্রেমতরঙ্গ বয়ে আনে নরনারীর বিচি প্রেমকথা—বিচি জীবন। সেকারণে অভিজ্ঞতা ও কঞ্জনার হরপার্বতী যোগে ভালোবাসা সহ জীবনের বিচি রূপ শিঙ্গসম্মতভাবে যেসব কাব্যে প্রকাশ পায় সেই সব কাব্যের প্রতিটিই বিশাল প্রেমসম্মুর অংশ বিশেষ। কয়েক বছর আগে লেখা এই সব প্রেম কবিতার এ মুহূর্তে আমি শুধু একজন নিষ্ঠ পাঠক। আর একজন পাঠক হিসাবেই ‘কালো ফুল রাঙা ফুল’-এ সংকলিত কবিতাগুলি সম্পর্কে আমার এই অভিব্যক্তি।

এই সংকলনভুক্ত ২০০৯-এর কবিতাগুলি শুয়াহাটিতে লেখা, ২০১০-২০১১-এর কবিতাগুলি মুঘাইয়ে রচিত। এই গ্রন্থের বেশির ভাগ কবিতা পশ্চিমবাংলার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কিছু কবিতা উত্তর পূর্বাঞ্চলের পত্রিকায় বেরিয়েছে। শিঙ্গ-সুম্মা অঙ্কুশ রাখার জন্য কিছু প্রকাশিত রচনারও পরিমার্জনা করেছি।

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও সাহিত্য পত্রিকা ‘পরিচয়’ (১৯৩১) এর বর্তমান প্রধান সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বিশ্ববস্তু ডট্টাচার্য অনুগ্রহ করে আমার নবম কাব্যগ্রন্থের ‘কালো ফুল রাঙা ফুল’-এর একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁকে জানাই অশেষ শ্রদ্ধা।

বয়সের ভাবে ন্যুজ আমি। সে-কারণে আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়কে-এ প্রস্তুতির প্রফুল্ল দেখার দায়িত্ব দিয়েছি। আমার সৌভাগ্য এ-কাজ তিনি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। তাঁকে জানাই আমার প্রাণভরা স্নেহাশিস। এ বয়সে আমার স্ত্রী রিঙ্গা, পুত্র শ্যামাশিস ও পুত্রবধু নীলিমা সংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়ে শুধুই সাহিত্যচর্চার অবাধ সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁদের জানাই প্রাণভরা আশীর্বাদ।

এই প্রস্তুতি প্রকাশে পাঠকের অন্যতম কর্ণধার কবি শংকর চক্ৰবৰ্তীর উৎসাহ
ও অবদান অনেক। এই সুযোগে পাঠকের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত অন্যান্য
ব্যক্তিবর্গকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই প্রস্তুতি উৎসর্গ করলাম অনুজপ্রতিম সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় ও
কবি-প্রাবন্ধিক-অধ্যাপক তরণ মুখোপাধ্যায়কে। এই দুজনকে বইটি উৎসর্গ করে
আমি অশেষ প্রীত হয়েছি।

রমানাথ ভট্টাচার্য

ক বি তা র সূচি

তুই এলে জুই ১৩ পরশ্পাথর ১৪ হও যদি অন্তরঙ্গ নারী ১৫ অভিনয় ১৬
যথাতি মানুব ১৭ বাসনা ১৮ সহচরী হও ১৯ বারে গেছে প্রেম ২০
একদিন তুমি ২১ শব্দাহক ২২ সোনাখরা দিন ২৩
যাও-যাও-যাও, এসো-এসো-এসো ২৪ বন্দাচারী ২৫
ক্ষমা করো গোপা মাসি ২৬ না-না, কিছু দূরে থাকো ২৭ পড়েশি রট ২৮
এখন সোনালি কথা ২৯ ডানা-কাটা পরি ৩০ দুর্মর নিয়তি ৩১ স্পর্শমণি ৩২
অসময়ে উড়ে গেলে ধনি ৩৩ আগতম ৩৪ নিয়ত নীরব সুন্দরী ৩৫
সঙ্গী হলে ৩৬ সুন্দরী যায় ৩৭ গোলাপ-চারা গাছ হয়েছে ৩৮
লিবিডোনাব দারী ৩৯ কখনও নও দূর ৪০ কে তুমি আমার ৪১
পরম্পর প্রেম-দাস-বাঁদি ৪২ চিনিব কি আর ৪৩ অসীম বেদনা ৪৪
গভীরে যাও ৪৫ গোপন প্রণয় ৪৬ আপাদমস্তক ছলনা ৪৭
গোল মুখ সুন্দরী ৪৮ তুমি সুন্দর ৪৯ বিচিত্র প্রেমের রাজ ৫০ বুঝি না ৫১
হিজিবিজি বন ৫২ নীল কিশোরী ৫৩ আঁধিপাত ৫৪ সর্বগ্রাসী প্রেম ৫৫
আমরা দুজন ৫৬ জানলা খোলা ৫৭ সুন্দরী তোমাকে দেখে ৫৮
জাদু-পন্থ ৫৯ মানসী ৬০ প্রেম-দীপ জ্বলে ৬১ তুমি কোনখানে ৬২
মুখে হাসি ফোটো যদি ৬৩ বিস্তৃত করো প্রেম ৬৪ বিচিত্র প্রেম ৬৫
মোনালিসা-হাসি হেসে ৬৬ পরমা ৬৭ গোপন প্রেম ৬৮
জানালার কাছে দাঁড়িয়ো বন্ধু ৬৯ প্রাণাঞ্জলি ৭০ তোমায় দেখলে ৭১
নীল ভৱমী ৭২ রাজার ছেলে জাদু জানে ৭৩ গান করে নীল প্রজাপতি ৭৪
কাঁটা ব্যবসায়ী ৭৫ জানলা খোলা-১ ৭৬ জানলা খোলা জানলা বন্ধু ৭৭
ভালোবাসো যদি ৭৮ কলকল কলকল ৭৯ জানলা খোলা-২ ৮০
তুমি ২.৮.১ বছদিন পর ৮২ নারী তুমি হও সোনাপুরী ৮৩
থামো-থামো-থামো ৮৪ শীতে মিঠে রোদ ৮৫ মরি-মরি-মরি সুন্দরী ৮৬
রায়বাধিনী ৮৭ বারার সময় ৮৮ সোনালি সপিণী ৮৯
চিরপ্রেম বারে গেছে ৯০ তুমি ও ৯১ অমোঘ মরণ ৯২ অলঙ্কার ৯৩
আলোর নদী ৯৪ বন্ধু পরম্পর ৯৫ সোনা-হাসি হাদয়বাসিনী ৯৬
চলে গেল মধুমিতা ৯৭ জল হও নদী হও ৯৮ বানবন দুখ ৯৯
একবার দেখা হলে ১০০ মনে পড়ে মনে পড়ে মিতা ১০১
সোনালি ১০২ সোনালি করে প্রাস ১০৩ সুরধুনী ১০৪ স্বর্গে বাস ১০৫

কল্পনার ফুল ১০৬ সোনালি তোমার প্রেম ১০৭
স্বপ্ন দেখে দিনরাত যায় ১০৮ প্রেমধর্মে বিশ্বাস ভাজন ১০৯
সোনালির মন ১১০ সোনালি তোমার নাম ১১১ শুধু সুরধূনী নয় ১১২
বিচিরি প্রেমের রাজ্য ২ ১১৩ নাম জপ করে ১১৪
রাধা-কানু—কানু-রাধা ফাঁদ ১১৫ অমৃত ভুবন ১১৬ বহু দাতা প্রেম ১১৭
শুভেচ্ছা ১১৮ ডাল থেকে ডালে বাস ১১৯ সোনালি ফাঁদ ১২০
প্রেম কারো জীৱতদাস নয় ১২১ দৃষ্ট্যাত রূপা ১২২
সোনালি ফেরে না ১২৩ স্বজনকাঁটা সুন্দরী ১২৪ এঁদো ঘরবাড়ি ১২৫
প্রেম-প্রেম, মায়াবী নিষাদ ১২৬ সে আসে না ১২৭
অরূপ রতন প্রেম ১২৮ তুমি এল ২ ১২৯ অস্তর্ধান ১৩০
রমণী গাঞ্ছাবী হও ১৩১ ভদ্রকালী রঞ্ছাকালী হও ১৩২
দিন ভালো আজ ১৩৩ চির প্রেম নয় ১৩৪ কী মোহন রূপ ১৩৫
উন্মাদ-উন্মাদ ১৩৬ সব প্রেম মিঠে ১৩৭ সাত-সকালে ১৩৮
জয়-জয়-জয় সোনালি ১৩৯ মনে পড়ে রোজ ১৪০
ঝরে গেছে প্রাণ ১৪১ বহুবর্ণ প্রাণ ১৪২ সে আমার সুন্দরীতমা ১৪৩
ভালবাসায় টান পড়েনি ১৪৪ শ্রীলা ভালো থাক ১৪৫
কন্যার বয়সী নারী প্রেম করে ১৪৬ পরকীয়া ১৪৭
প্রেম ঝুলে, জানু ঝরে ১৪৮ অব্যাখ্যাত ১৪৯ ঝরা পাতা ১৫০
মুহূর্ত অস্তী হও ১৫১ গোপনে ১৫২ রাঙা বউর প্রেম ১৫৩
ই-মেল... ১৫৪ নগ্ন অঙ্গ ১৫৫ সুখস্মৃতি ১৫৬ প্রিয় আজ অমা ১৫৭
স্বপ্নে ১৫৮ স্বপ্নে দাও দেখা ১৫৯ পরমা ১৬০ রূপ-রাজধানী ১৬১
কবিতা কল্পনালতা ১৬২ গোপন প্রণয় ১৬৩ অপার্থিব বস্তু প্রেম ১৬৪
মধুর-মধুর প্রেম ১৬৫ প্রেমসুন্ধা পান করে ১৬৬ পরকীয়া প্রেম ১৬৭
পরকীয়া ১৬৮ অভিনয় ১৬৯ স্বপ্নে এসো স্বপ্নে যাও ১৭০
নারীকে চিনিনি ১৭১ নিয়তির পরিহাস ১৭২ জীবনে হবে না দেখা ১৭৩
সামান্য ভুলের জন্য ১৭৪ ক্ষণে-ক্ষণে মনে পড়ে ১৭৫ রূপায়ত ১৭৬
ভালোবেসে হাত ধরো ১৭৭ প্রার্থনা ১৭৮ আলোর আলয় ১৭৯
আমি রূপা ১৮০ ললিতে কঠোরে ১৮১ সে ১৮২ সে এলে ১৮৩
অপার্থিব প্রেম অম ১৮৪ সেই থেকে ১৮৫ জন্ম রোমান্টিক ১৮৬
কিঙ্করীর প্রেম ১৮৭ ... ওড়ো হৃদয় উদ্যানে ১৮৮ জানবে না কেউ ১৮৯
ঝুকুভেদে ফলে ১৯০ মনে-মনে প্রেম করে... ১৯১
হাঁপুরে হাত রাখো ১৯২ দিনলিপি ১৯৩ নিবিদ্ব প্রণয় ১৯৪
অসম বয়সী প্রেম ১৯৫ সুষমার দেশ ১৯৬ ভালোবাসা-১ ১৯৭
মোহনার দিকে ১৯৮ ভালোবাসা-২ ১৯৯ সাধারণ মেয়ে ২০০
কাজল ভূমৰী ২০১ ক্ষমা করো সোমা দাস ২০২ কালো পরি ২০৩
এক বৃক্ষে দুটি ফুল ২০৪ নির্বিকার প্রেম করো ২০৫
দাসী বাঁদি নও তুমি ২০৬ দীর্ঘদিন পরে দেখা ২০৭
মেয়ে মানুষের রূপ ২০৮

তুই এলে জুই

তুই এলে সই
মন গলে যায় প্রাণ গলে যায়
তুই চাঁপা তুই জুই কুন্দকলি তুই
হাসিতে তোর জোঞ্জা ঝূলে
চাউনিতে তোর পুলক বারে
শরীরখানি রামধনু তোর
মন গলে যায় প্রাণ গলে যায় সই।

তুই এলে সই খুশির হাওয়া
সাত সকালে বরফ গলে
সূর্য হাসে মধুর হাসি
বাতাস গায় সোনালি সুরে গোলাপি গান
বীলার আকাশ সবুজ জগৎ বালম্বলবাল
ভুবনপুর
দিনদুপুরে তারার মেলা
মন গলে যায় প্রাণ গলে যায় সই।

২.১.২০০৯

পরশ্পাথর

প্রিয়তমা রাঙা পরি তরচুড়ে তোমার আবাস,
গাছটি হরিগ যেন তুমি যেন ঘরণী তাহার;
আমারও তো পিতামহ ছিল এক সোনার পাহাড়,
সঙ্গনী তাহার ছিল মায়ামৃণী—আলোর বাতাস।
গভীর প্রণয়ে পুড়ে পৃথীপুরে নারী বাঁধে ঘর
অন্তহীন প্রেমে পুড়ে পুরুষপ্রজাতি ভজে সহচর তার,
নর-নারী চায় রোজ বারো-বারো প্রণয় আসার,
সভ্যতার মূলাধার প্রেম-প্রেম প্রণয় সাগর।

এ জগতে ভালোবাসা চুনি-পানা পরশ্পাথর,
প্রীতি-সুধা পান করে পথ হাঁটে সমূহ মানুষ।
প্রেম-প্রেম, প্রেমধামে বাস করে হিরণ্য পুরুষ,
অরূপ ভুবন প্রেম, হাসনুহানা ফুলের শহর।
সভ্যতার মূলাধার মধুবারা-সুধা-বারা প্রেম;
প্রেমরাজ্যে নরনারী পরম্পর মণি-রত্ন-হেম।

৩.১.২০০৯

ହେ ଯଦି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନାରୀ

ଭାଲୋବେସେ ହେ ଯଦି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନାରୀ
ରାନ୍ତିମା ବଲେ ଡାକବ ଆମି ସୁନ୍ଦରୀ ତୋମାଯ
ନିଯେ ଯାବ ନୀଳ ନଦେ, ନୀଳ ଯମୁନାଯ
ସ୍ଵର୍ଗ-ହାତେ ତୁଲେ ଦେବ ରାଙ୍ଗ ରାଜବାଡ଼ି;
ଡାକୋ ଯଦି ସାଡ଼ା ଦେବ ନିମେସେ ସୁନ୍ଦରୀ
ପ୍ରତିଦିନ ନିଯେ ଯାବ ସ୍ଵର୍ଗେର କାନନେ
ପ୍ରେମ କରବ ନାରୀ ରାତେ ମଧୁବନେ
ତୋମାକେ ଡାକବ ଆମି ରାଜ-ରାଜେଶ୍ଵରୀ ।

ଭାଲୋବେସେ ହେ ଯଦି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନାରୀ
ସ୍ଵର୍ଗ-ହାତେ ତୁଲେ ଦେବ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧାବନ
ତୁମି ହବେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ରାଦିକା-ରତନ
ପାରିଜାତ ଉପହାର ଦେବ ରାଙ୍ଗ ପରି ।
ଭାଲୋବେସେ ହେ ଯଦି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନାରୀ
ସ୍ଵର୍ଗ-ହାତେ ତୁଲେ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ସରବାଡ଼ି ।

୯.୧.୨୦୦୯

অভিনয়

প্রেমিকার মতো চোখ তুলে তুমি নিয়ত তাকাতে সুন্দরী
আমিও দেখতাম প্রেমিকার মতো চোখ তুলে তোমাকে সুন্দরী
ক্রমশ শুরু চোখে-চোখে কথা রাঙ্গা হয়ে গেল চরাচর
তোমার হৃদয়ে শুয়ে আছে দৈখি আমার হৃদয়
একাকার হয়ে সুখ চেখে খায় তোমার আমার অধর
প্রিয়া-প্রিয়া ডাক, পিউ-পিউ ডাক শুরু
তার মানে এই প্রণয়-ফাঁদে ফেসে গেছি আমরা
হয়ে গেছি আমরা যুগলবন্দি।

প্রেমের রাজ্যে অভিনয় দূর-অস্ত্ৰ
এক নিমগ্নে মহিলা পুরুষ হয়ে যায় চিরবন্ধু।

১৫.১.২০০৯

য্যাতি মানুষ

আমি তো এখন আশির ঘরে
তবুও পাড়ার তঘী তরঢ়ী সুব ধরে ডাকে
মাবো-মাবো তার নীল চোখ তুলে প্রেমদীপ জ্বালে
মাবো-মাবো তার নোলক ছোঁয়ায় গোলাপি গালে
রজনীগঙ্গা উপহারে দেয় মাবো-মাবো ভোরে
মাবো-মাবো হয় স্বপ্নচারিণী
সুম কেড়ে নেয় রাতে।

আমি তো এখন আশির ঘরে
তবুও পাড়ার তঘী তরঢ়ী প্রীতি-ভূমে ডাকে
নির্জন ঘরে নগিকা হয়ে জানুজাল ফেলে
হাতে তার হাসে প্রীতির পলাশ, নীল আলো জ্বলে
প্রেমের রাজ্য য্যাতি মানুষ
বুড়ো ও যুবতী হাত ধরে নাচে
লাল নীল আলো চরাচরে জ্বলে।

২৩.১.২০০৯

বাসনা

সুর ধরে ডাকো যদি : স্নানাহার ঘরে;
মধুকরী হও যদি : হব আমি গঙ্করাজ ফুল;
পারাবতী হও যদি : হব আমি গাছ;
রানি-দিঘি হও যদি : হব তার জল;
অন্তরঙ্গ নারী হলে : একবৃন্দে ফুল।

২৫.১.২০০৯

সহচরী হও

শুধু কিছুদিন সহচরী হও সুন্দরী
সোনালি গোলাপি স্বপ্নগুলি
উড়ে বেড়াবে কানের কাছে
কয়েকটি স্বপ্ন তুমি কুড়াবে
কয়েকটি স্বপ্ন আমি

স্বপ্ন কুড়িয়ে ফিরে যাবে তুমি ফিরে যাব আমি
সুখসৃতিগুলি কপোতীর মতো উড়িবে হৃদয়পুরে
কয়েকটি কপোতী তুমি কুড়াবে কয়েকটি কুড়াব আমি
দেখা হলে পুন দ্বৈত কষ্টে বলিয়া উঠিব :
সুখসৃতিগুলি সোনালি ।

২৮.১.২০০৯

ବାରେ ଗେଛେ ପ୍ରେମ

ତୋମାର ଆମାର ଭାଲୋବାସା ଛିଲ କାଜଳ ଦିଘିର ଜଳ;
ଆମରା ଦୁ'ଜନ ମ୍ଲାନ କରିତାମ କାଲୋ ଜଲେ ତାର ରୋଜ ।
ବାରେ ଗେଛେ ପ୍ରେମ ଶୁକିଯେ ଗେଛେ କାଜଳ ଦିଘିର ଜଳ;
ମାଥାର ଉପର କଡ଼ା ରୋଦ ଆଜ ଦୁ'ହାତେ କୁଁଚା ଫଳ ।
ବାରେ ଗେଛେ ପ୍ରେମ ପୁଡ଼େ ଗେଛେ ସର ସବ ଗେଛେ ରମାତଳ;
ତୋମାର ଆମାର ଭାଲୋବାସା ଛିଲ କାଜଳ ଦିଘିର ଜଳ ।

୨୯.୧.୨୦୦୯

একদিন তুমি

পড়েশি বউর শরীরে জুলে
সোনালি ঝুপালি জ্যোৎস্না
চিলে-চালা স্তন ওঠাপড়া করে যেন বা আলাপচারী
নীল কটাক্ষে শরীর মূর্ছা যায়
মরি-মরি-মরি সুন্দরী ।

একদিন তুমি পাশে এসে বসো পাড়ার রূপসী বউ
গোপনে হবে সোনালি কথা
শরীরখানি বিছয়ে দেব শ্রীপদে
বাহলতায় রাখিয়া মাথা সারাব সমৃহ ব্যথা
জানিবে না কেউ আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা ।

একদিন তুমি পাশে এসে বসো পাড়ার রূপসী বউ
তটিনী হয়ে ধূয়ে দেবে ধনি দাউ-দাউ সব বেদনা ।

৩০.১.২০০৯

শব্দাহক

বালমলবাল রমণীর মন
পৃথিবী খুঁজেও পাবে না
(চিবিয়ে খেয়েছে বনের চিতা)
রমণীর মন যেন ব্যাকরণ
পাঠ করে সুখ পাবে না
করণ-কারকে ভিজে কি প্রেমের দেবতা ?

পুরষের পরে রাহুর দৃষ্টি
ফলত প্রেমের শব্দাহক ।

৩১.১.২০০৯

সোনাবারা দিন

তখন ছিল সোনাবারা দিন
লাল নীল কত গঞ্জ করিতে গোলাপি স্বরে
কখনো কুঞ্জে কখনো কাননে
কখনো পাইন বনের আড়ালে
কখনো বিড়ন ফলসের ধারে
ফুল-চোখ তুলে সন্ধ্যার আগে বসিতে আমার পাশে
মুখ-জুড়ে ছিল সোনালি রূপালি হাসির ফোয়ারা
মধুর গুঞ্জরন।

লেকের কিনারে ফুলের বাগানে
কখনো ছাড়িয়ে দীঘল চুল
বসিতে সজনি রানির মতো
ঝলকিত মুখে সোনালি রোদ।
চোখে চোখ রেখে বলিতাম ধীরে
মরি-মরি-মরি সুরসুন্দরী।

ধীরে-ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা নামিত বাড়ি ফিরে যেতে তুমি
দেখিতাম চোখে প্রেমদীপ জুলে
আমার চোখেও দেখিতে তুমি জুলাজুলজুল স্বণ্ডীপ।

তখন ছিল সোনাবারা দিন
তুমি যেন ছিলে রাধা-মণি ধনি
অভাজন ছিল সহচর কানু
গোপনে গোলাপি চরণে রাখিত শির
তুমি ও নিমেষে বাহবল্লভে পড়িতে ধরা।
হৃদয়ে জুলিত হাজার অমরা।

৩১.১.২০০৯

যাও-যাও-যাও, এসো-এসো-এসো

যাও-যাও-যাও
কেন ফিরে চাও সুন্দরী
চোখ দুটি থেকে নীলাঞ্জন ঝারে আমি কি দেখি না অমরী
যাও ফিরে যাও
আগুনে-আগুনে পোড়ে এ হৃদয় হরিণী
যাও ফিরে যাও হয়ে না আমার শিকারী নারী
বাঁকা হাসি থেকে নীল বিষ ঝারে আমি কি দেখি না অমরী।

এসো-এসো-এসো
যদি হও তুমি করণ
ঝর-ঝর-ঝর ধারা হয়ে ঝরো দুপুর রাতে
ধারাজলে করিব জ্ঞান
তুমি হবে আমার প্রাণ
চরাচর হবে সোনালি গোলাপি ফিরোজা বেগুনি
রাতের পাখিরা জাগিয়া করিবে গান
বাহার রাগে চরাচর করিবে জ্ঞান।

৯.২.২০০৯

ବ୍ରନ୍ଦାଚାରୀ

ମନେ ପଡ଼େ ନିଭା ମନେ ପଡ଼େ ଖୁବ
ତୁମି ତୋ ଛିଲେ ସଜନୀ
ଦୈତ କଟେ ଗାନ କରିତାମ
ଉଡ଼େ ଏଲେ ପାଖି ବଲିତେ ତୁମି
ଓଇ ଯେ ଟିଆ-ବୁଲବୁଲି
ଏହି ଯେ କାଛେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆଛେ ଦୋଯେଲି ।

ଶ୍ରୀ ଅଂଧାରେ ଲଞ୍ଚନ ଜ୍ବୁଲେ
ଗଙ୍ଗା କରିତେ ସମସ୍ତ ରଜନୀ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲେ ଫିରେ ଯେତେ ଘରେ
ଘୋଲୋ-ଆନା ଥେକେ କୁମାରୀ
ରାତ କେଟେ ଯେତ ଗଙ୍ଗା କରେ
ଡାକିତେ ଆମାଯ ବ୍ରନ୍ଦାଚାରୀ ।

୧୯.୨.୨୦୦୯

ক্ষমা করো গোপা মাসি

ক্ষমা করো গোপা মাসি রূপগঞ্জে নিয়ত উন্মাদ;
লিবিড়োর দাস আমি, দেহখানি তপ্ত কামাখার,
রাতদিন পুষ্পধনু বাণ ছেঁড়ে হাজার-হাজার;
দয়া করে এ জীবনে হও তুমি কামরাঙ্গ ফাঁদ।
গোপা মাসি রূপাগুণে দাউ-দাউ জুলে দেহদানি,
মনে হয় এ জীবন নিমেষেই হয়ে যাবে খাক;
কাছে এলে কী যে হয় কী যে হয় স্তৰ হয় বাক,
পায়ে পড়ি গোপা মাসি কেন-কেন অমন মানিনী।

মায়াতরু গোপামাসি মিছেমিছি কেন অভিমানী;
সঙ্গোপনে প্রেম করো নীলালোকে হব জায়াপতি;
ভুবনের রসমথে কেবা আছে ঘোলো-আনা সতী,
লাখো চোখে ধূলো দিয়ে হও তুমি প্রিয়া-চূড়ামণি।
প্রেম রাজ্য ছলাকলা আঙুরের মতো অতি মিঠে,
সঙ্গোপনে প্রিয়া হও, আলো করো ঘরবাড়ি ভিটে।

২৫.২.২০০৯

ନା-ନା, କିଛୁ ଦୂରେ ଥାକୋ

ମୁଖେ ଜାଦୁ, ଚୋଖେ ଜାଦୁ, ଜାଦୁ-ଜାଦୁ ସର୍ବ ଅଙ୍ଗେ ରୋଜ;
ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ଜୁଲଜୁଲ ମାୟାଜାଳ, ଲାଲ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମଟ,
ଯେନ ତୁମି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ବାଲମଲ ସୋନାଲି ସରୋଜ;
ତୋମାର ସୁଷମା ଦେଖେ ଖୁଣି ରୋଜ ପ୍ରତିବେଶୀ ବଟ ।
ଆଜକାଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖେ କାମାଣୁଗେ ଜୁଲି ନା ସୁନ୍ଦରୀ,
ବାର-ବାର ଶତବାର ଦୋଳ ଥାଇ ଶୁଧୁ ଏ ହୃଦୟ;
ଲାଲ ନୀଳ ପ୍ରଜାପତି ନାଚେ ରୋଜ ଦିନେର ଆଲୋଯ;
ରଙ୍ଗ ଦେଖେ ମୁଖ ଦେଖେ ମୁହଁ ମନ ଏଥିନ ଅମରୀ ।

କାହେ ଏସୋ ପାଶେ ବସୋ ଗଞ୍ଜ କରି ରୋଜ ଖୋଲା ମନେ;
ନା-ନା, କିଛୁ ଦୂରେ ଥାକୋ କାହେ ଏଲେ ପଡ଼ିବ ମାୟାଜାଳେ;
ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରେମ-ଚାଁଦ ଦେଖି ଦେବେ ଗୋଧୁଲିର ଭାଲେ,
ତୁମି ହବେ ନୀଳ ରଂ ଟୁନ୍ଟୁନି ଆମାର କାନନେ ।
ନା-ନା, କିଛୁ ଦୂରେ ଥାକୋ ରଙ୍ଗବତୀ ପ୍ରତିବେଶୀ ବଟ,
ଶତବାର ମୁଖ ଦେଖେ ମନେ-ମନେ ରୋଜ ଥାବ ମଟ ।

୨୬.୨.୨୦୦୯

পড়োশি বউ

প্রিয়দর্শনী পড়োশি বউ
মনে পড়ে রোজ
রূপ ছিল ধনি কল্পতরুর
দেহখানি ছিল আলতা রং
চোখ ছিল নীল অপরাজিতা
মুখ ছিল যেন উদিত সবিতা
স্নন ছিল গোল জামুরা
পড়োশি বউ মনে পড়ে রোজ।

জ্যোৎস্নালোকে শেফালিতলে
গঞ্জ করিতে মধুর হেসে
ফিসফিস স্বরে আঁধারে ডেকে
কহিতে রোজ গোলাপী কথা
আজকাল তুমি কোনখানে
জানি না পড়োশি বউ
মনে পড়ে রোজ মনে পড়ে ধনি
মনে পড়ে রোজ পড়োশি বউ।

৪.৩.২০০৯

এখন সোনালি কথা

যেতে-যেতে কেন ফিরে চাও তুমি কেন যাও তুমি থেমে
মনোভূমে ধনি বহমান যদি সোনালি বাতাস
এসো কাছে এসো মুখোমুখি বসে গল্প করি রোজ
ধীরে-ধীরে-ধীরে হয়ে যাব ধনি গল্পকথার শুকশারি
গৃহ হবে তুমি গৃহী হব আমি দিন যাবে ভালো ধনি ।

যেতে-যেতে কেন থেমে যাও পথে আড় চোখে চাও ধনি
ভালোবাসো যদি এসো কাছে এসো চার চোখে গল্প করি
রাস্তার মোড়ে চলে যাব ধনি বলিব গোপন কথা
ননীর মতন গলে যাবে তুমি হয়ে যাবে ধনি লাজুকলতা
বলিবে ধীরে রাত্রি আসুক, পাখিরা ঘুমাক...এখন সোনালি কথা ।

৫.৩.২০০৯

ডানা-কাটা পরি

ডানা-কাটা পরি তুমি, ইচ্ছা করে প্রেমবন্দি করি
দরজা খুলে বলি রোজ এসো গঞ্জ করি
গঞ্জছলে গুপ্তকথা কানে-কানে বলে ফেলি ধনি
সোনা ডাকি প্রিয়া ডাকি ডাকি মণি-মণি।

ডানা-কাটা পরি তুমি, গায়ে লাগে রূপের বাতাস
দেহাধার মৃচ্ছা যায়, বন্ধ হয় শ্বাস
দয়া করে রূপবতী হাতে রাখো হাত
দিনভর রাতভর করো বৃষ্টিপাত।

ডানা-কাটা পরি তুমি, ইচ্ছা করে প্রেম-বন্দি করি
দরজা খুলে বলি রোজ এসো গঞ্জ করি।

৬.৩.২০০৯

দুর্মর নিয়তি

সোনা তরু ছিলে তুমি ছিলে যেন রাধে;
আমিও ছিলাম পরি সোনার হরিণ,
প্রেম-প্রেম খেলা করে কেটে যেত দিন;
নিয়তির পরিহাস দিন যায় কেঁদে;
এখন তোমার বাস চেন্নাই নগরে,
আমি থাকি আজকাল শিলঙ্গের পাশে,
পাখা নেই উড়ে যাই তোমার সকাশে,
তোমার অভাবে কাটে দাউ-দাউ ঘরে।

দুর্মর নিয়তি নারী, বিবাদী জীবনে,
সেকারণে দূর দেশে তোমার আবাস
অপার বিরহে যায় দিনক্ষণ মাস;

দিনরাত বাস যেন সাহারাভুবনে,
দুর্মর নিয়তি ধনি, নিয়ত বিবাদী
দিন যায় রাত যায়, অবিরাম কাঁদি।

১২.৩.২০০৯

স্পর্শমণি

পাঁচ পুরুষের কাছে রেখে এলে হাদয় তোমার;
হাদয়ে আছে কি কিছু দেবে তুমি সুন্দরী আমায় ?
নটরাজ মগিহার দিয়েছিল তোমার গলায়,
চট্টরাজ উপহার দিয়েছিল নাকফুল হিরার।
বিশুদ্ধ প্রণয়-হার ভালো তুমি বাসো না সুন্দরী।
অবিরত বহু জনে ভালোবাসা তোমার অভাব;
যদু-মধু প্রিয়জন, তবু রোজ বন্ধুর অভাব।
বিশুদ্ধ প্রণয়-হার পরা যেন নিষিদ্ধ ভূমরী।

হাদয়-হাদয় ধনি প্রেমরাজ্যে পরশ্পাথর।
হাদয়-হাদয় ছাড়া ঘরবাঁধা দূর-অস্ত্ৰ সুন্দরী,
রাত্রিদিন হাদয়ের পাশে যদি হাদয় ভূমরী
তবে-তবে দেহ থেকে জেগে ওঠে প্রেমিক ভাস্কর।
বিশুদ্ধ প্রণয়-হার পরিধান করো যদি ধনি
হাদয়ে হাদয় তবে, করতলে জুলে স্পর্শমণি।

১৯.৩.২০০৯

অসময়ে উড়ে গোলে ধনি

বিনা মেঘে বজ্জাঘাত অসময়ে উড়ে গোলে ধনি,
খাঁ-খাঁ করে বাড়িঘর, সর্বক্ষণ শূন্য চৰাচৰ;
মন-জুড়ে দাউ-দাউ দাবদাহ আষ্ট প্ৰহৱ;
প্ৰদীপ জুলে না ঘৰে, চুৱি গেছে আমাৰ অৱশি।
মৱি-মৱি ঝাৰে গেছে কালজলে স্ফুট ফুল আজ,
মৱাপাতা বাৱাপাতা হয়ে গেছে সোনা-ঝাৱা দিন;
নিয়তিৰ পৱিত্ৰস, হয়ে গেছি অতি দীনহীন,
আগুনে-আগুনে বাস, মৱি-মৱি বিনা মেঘে বাজ।

বিনা মেঘে বজ্জাঘাত, চুৱি গেছে আমাৰ অৱশি,
জলাভাবে মৱি-মৱি চাৱিপাশে সাহাৱাভুবন;
প্ৰেমাভাবে সবি-মৱি চৌচিৰ মাঠ এ জীৱন;
বেদনায় মৱি-মৱি যেন এক বাণবিদ্ধ প্ৰাণী।
মৱি-মৱি দীনহীন জন এক, আঁধাৰ ভুবন
সোনাপাথি উড়ে গেছে এ জীৱন শৱান এখন।

২৮.৩.২০০৯

স্বাগতম্

ঠমকি-ঠমকি লাল পরি যায়
রূপের গরবে মাটিতে পড়ে না পা
যেন বা সে পৃথিবীর নয়, অজানা প্রহের প্রাণী
ধন্দ লাগে শরীরী নাকি অশরীরী

ঠমকি-ঠমকি লাল পরি যায়
অবাক কাণ্ড দেখে হাজার লোক
রূপের গর্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করে
পথচারী দেখে না চোখে
মুচকি হেসে জনতা বলে;
প্রণাম-প্রণাম স্বাগতম্ মহারানি।

১০.৮.২০০৯

নিয়ত নীরব সুন্দরী

কেন-কেন-কেন নিয়ত নীরব সুন্দরী
বার-বার আমি মুঠো ফোনে ডাকি কখনো বাজে না ফোন
বার-বার আমি ডাকে চিঠি ফেলি আসে না জবাবি খাম
দিনরাত আমি মুখিয়ে থাকি আসে না কুশল-সংবাদ

কেন-কেন-কেন সতত মৌন সুন্দরী
দু'ছত্র লিখে জানিয়ে দাও করেছি কী অপরাধ
মুচলেকা দেব কানমলা খাব হাজার-বার
সন্দেহ যদি অঙ্গ হব দেখব না অন্য কামিনী আর

কেন-কেন-কেন নিয়ত নীরব সুন্দরী
বিরহ-আগুনে পুড়ে-পুড়ে মরি আগুন-পাহাড়ে বাস
আকাশের গায় হাওয়ায়-হাওয়ায় যেন বা আমার বাস
বিরহ আগুনে পুড়ে পুড়ে মরি, দিনরাত যেন সুর্যের ভিতরে বাস।

১৩.৪.২০০৯

সঙ্গী হলে

সঙ্গী হলে বিজুরি খেলে
লালকমলা বাগান চোখে বিলিক মারে
ঝামবামবাম রূপ বারে তার
বিলের জলে জলজ ঘাসে মাছের খেলা
হাতছানি দেয় দূর পাহাড়ের সুনীল ছড়া
মন ভরে যায় মন গলে যায়
হৃদয় নাচে পেখম তুলে।

সঙ্গী হলে সাত সকালে সোনাবরা সঞ্চ্যা নামে
রামধনু রং ছড়িয়ে পড়ে তিন ভুবনে
ঝামবামবাম রূপ বারে তার
সুগোল লাল সূর্য ওঠে অস্ত যায় পূর্ণিমা চাঁদ
আকাশ ভরা তারার হাসি দিন দুশুরে
মন ভরে যায় মন গলে যায়
ভুবন নাচে পেখম তুলে।

১৫.৪.২০০৯

সুন্দরী যায়

সুন্দরী যায়

মন ভিজে যায় মন বারে যায় পায়

প্রাণ চুমু খায় গায়

বারবারবার সোনালি বারে

বারবারবার গোলাপি বারে

বারবারবার বৃষ্টি পড়ে

সুন্দরী যায়

মন ভিজে যায় প্রাণ বারে যায় পায়।

১৬.৪.২০০৯

গোলাপ-চারা গাছ হয়েছে

তোমার পৌতা গোলাপ-চারা গাছ হয়েছে
স্ফুট গোলাপ গঞ্জ ছড়ায় পুলক লাগে
রোদ্রালোকে ভীষণ মধুর বিলিক মারে
জ্যোৎস্নালোকে স্বপ্নফুলের আকার ধরে
তোমার পৌতা গোলাপ-চারা গাছ হয়েছে।

আমার কাছে গোলাপ তুমি রেখে গেলে
ভালোবাসার গোলাপ এখন আলাপচারী
হায় তুমি তা দেখতে পাও না
এখন তুমি কোনখানে
বিরহ-জ্বালায় হন্দয় কাঁদে অঞ্চ-সাগর কপোলতলে।

২৪.৪.২০০৯

লিবিডোদানব দায়ী

নীলাভ চোখে রাঙা স্বরে আমাকে তুমি ডাকো
হাসির ঝরনা বারে ঝরবার স্বরে
সোহাগি পড়োশি কামিনী ভেবে গোপনে যাই কাছে
প্রেমিকা ভেবে তোমাকে ডাকি অরব অঙ্ককারে

প্রণয় আমাকে নষ্ট করেছে অষ্ট করেছে জানি
তাহার জন্য আমি তো নয়, লিবিডো-দানব দায়ী।
পৃষ্ঠাধনু তীক্ষ্ণ শরে আমাকে বিঁধে রোজ
নীলাভ চোখে ডাকিলে ধনি আশ্চাহূতি দিই

প্রণয় আমাকে নষ্ট করেছে অষ্ট করেছে জানি
তাহার জন্য আমি তো নয়, লিবিডো-দানব দায়ী।

২.৫.২০০৯

କଥନଓ ନଓ ଦୂର

ଗନ୍ଧରାଜ ହସେ ଫୁଟେ ଆଛ ତୁମି ହାଦରେ
ନିଶ୍ଚାସ-ପ୍ରଶ୍ନାସେ ସ୍ଵପ୍ନ ଜାଗରଣେ ଗନ୍ଧ ନିଇ
ସୋନାଲି ସବୁଜ ବେଣୁନି ଗନ୍ଧେ ହାଦୟ ଭରପୁର

ଗନ୍ଧରାଜ ହସେ ଫୁଟେ ଆଛ ତୁମି ହାଦରେ
ତୃତୀୟ ଚୋଥେ ତୋମାକେ ଦେଖି ମୁହରୁଛ
କଥନଓ ନଓ ଦୂର ।

୬.୫.୨୦୦୯

কে তুমি আমার

আগুনের বাড় তুমি হর্ষের বাড়
পলাশের হাসি তুমি বেদন-বেহাগ
দূরে গেলে বারে পড়ি কাছে এলে ভোর
কে তুমি কে তুমি কে তুমি আমার !

৮.৫.২০০৯

ପରମ୍ପର ପ୍ରେମ-ଦାସ-ବାଁଦି

ପ୍ରତିବେଶୀ ଛିଲେ ତୁମି ବାକ୍ୟାଳାପ ଛିଲ ନା ସୁନ୍ଦରୀ;
ତବେ କେନ ଆଜକାଳ ତୋମାର ଅଭାବେ ବସେ କାଂଦି ।
ଷାଟ ପ୍ଲାସ, ଭାଲୋବାସା କାକେ ବଲେ ଜେନେଛି ଭରମାରୀ,
ଜେନେ ଗେହି ନରନାରୀ ପରମ୍ପର ପ୍ରେମ-ଦାସ-ବାଁଦି ।
ତୋମାର ଅଭାବେ ତାଇ ଆଜକାଳ ଆମାର କ୍ରମନ,
ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଆନଚାନ ଆନଚାନ ଆମାର ମାନସ,
ଲଙ୍ଘଭଣ୍ଡ ଛତ୍ରଖାନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମାର ଭୁବନ,
ଏବଂ ଏ ଚରାଚର ମୃତ ଗାଛ ନିୟତ ନୀରସ ।

ଚିରକାଳ ନରନାରୀ ପରମ୍ପର ପ୍ରେମ-ଦାସ-ବାଁଦି ।
ପଡ୍ଡୋଶିନି ଚଲେ ଗେଲେ କେଂଦେ ଉଠେ ପଡ୍ଡୋଶି ପୁରୁଷ,
ହା-ହତାଶ କରେ ରୋଜ କାନାଚେର ପୁରୁଷ ମାନୁଷ,
ନରନାରୀ ପରମ୍ପର ପ୍ରିୟଜନ ନା କରେଓ ସାଦୀ ।
ଜେନେ ଗେହି ନରନାରୀ ପରମ୍ପର ସୁହଦ ମାନୁଷ,
ପଡ୍ଡୋଶିନୀ ଚଲେ ଗେଲେ କେଂଦେ ଓଠେ ପଡ୍ଡୋଶି ପୁରୁଷ ।

୧୨.୫.୨୦୦୯

চিনিব কি আর

কে সুন্দরী পথচারী ঝঞ্চার গতিতে ?
দেখেও দেখিনি তার ছায়া-ছায়া মুখ
আকুল-ব্যাকুল প্রাণ করে আনচান
দিনভর মনজুড়ে নিরাকার রূপ।

কে সুন্দরী পথচারী ঝঞ্চার গতিতে
পুনর্বার দেখা হলে চিনিব কি আর ?

১৩.৫.২০০৯

অসীম বেদনা

তুমি তো আমার বেদনা অসীম বেদনা
বহু দিনের নীল বেদনা
সুখ আশা করে দুয়ারে দাঁড়াই
চোখে-মুখে-গায় উড়ে আসে ছাই
পুড়ে-পুড়ে মরি বেদনা অসীম বেদনা।

বার-বার করে কথার খেলাপ
কঁচা ঘুমে ডেকে ছড়াও বিষাদ
প্রণয়নী ভেবে বাহ-বঙ্গনে দিই ধরা
সপিণি হয়ে দংশনে করো জরজর
পুড়ে-পুড়ে মরি বেদনা অসীম বেদনা।

কী করি কী করি তোমাকে ছাড়িতে পারি না
মরি-মরি-মরি চিতা কাঠে পোড়া নিয়ত আমার নিয়তি।

১৫.৫.২০০৯

গভীরে যাও

চোরা-চাহনি পুষ্প-বাগে বিন্দ করে
মিষ্টি হাসি দুষ্টু হাসি ফুল
বন্ধু ফুলের গন্ধ নিয়ো কুড়াতে গেলে হল।

মিষ্টি হাসি দুষ্টু হাসি এক ম্যাজিক ফুল
বুদ্ধু পুরুষ ম্যাজিক দেখে ভাসায় তেলা
মধ্যনদে ভরাডুবি সাঁতরে পায় না কুল।

পুরুষ তুমি গভীরে যাও গভীরে যাও
প্রেমের গাঙে ডুবুরি হও রোজ
শুক্লি থেকে মুক্তা কুড়াও
গভীরে যাও গভীরে যাও রোজ।

২১.৫.২০০৯

গোপন প্রণয়

গোপনে করিব প্রণয় প্রিয় জানিবে না জানি কেউ
রাতের পাথি জানিলে দিনে ঝুলিতে হইবে ফাঁসির কাঠে
দিনের পাথি জানিলে রাতে ফাঁসির কাঠে ঝুলিতে হবে
গোপনে চলিব গোপনে খেলিব
অরব আঁধারে আসা-যাওয়া করিব
আঁধারে ফুটিবে প্রণয় নামের ভুই।

গোপন প্রণয় খুব মিঠে প্রিয় যেন বা চিনির পাহাড়
চিনির পাহাড়ে পিঁপড়ের মতো দু'জনে খেলিব রোজ
জানিবে না জানি কেউ
গোপন প্রণয় খুব মিঠে প্রিয় আঁধারে খেলিব রোজ
আঁধারে দেখিবে উঠিছে চাঁদ ভোরের রূপালি রোদ
দেখিবে আকাশে বসিছে তারার দেয়ালি।

২২.৫.২০০৯

আপাদমস্তক ছলনা

কামিনী-হৃদয় ছলনার বাসা
পুরুষ কিছুই করো না আশা
দু'চোখে দেখে কাজলের পোছ
প্রবাল রং ঠোঁট দু'টি দেখে
মুখে দেখে গোল চাঁদ
ভোলো না পুরুষ ভোলো না
মহিলামহল আপাদমস্তক ছলনা।

দুষ্টু হাসির মিষ্টি হাওয়ায়
সোনালি স্বরের গোলাপি আভায়
নীল চাহনির সুনীল মায়ায়
মুখোশ পরা কথার খেলায়
ভুলো না পুরুষ ভুলো না
কামিনী-জগৎ আপাদমস্তক ছলনা
আষাঢ় মাসেও থর-সাহারা।

২৩.৫.২০০৯

গোল মুখ সুন্দরী

গোল মুখ সুন্দরী
চোখ তুলে চাও যদি দুটি কথা কও যদি
ক্রীতদাস হব আমি নিমেষে
পদসেবা করিব গো নিশ্চীথে

ভালো তুমি বাসো যদি গোল মুখ সুন্দরী
আজীবন হবে তবে ঈশ্বরী।

২৭.৫.২০০৯

তুমি সুন্দর

সে এলে বয় সোনালি হাওয়া
যার-পর-নাই হাদর উতলা
মন বলে ওঠে : তুমি সুন্দর

সে এলে গোলাপি প্রেম নিবেদন
আপদশির সমর্পণ
মন বলে ওঠে : তুমি সুন্দর।

৩০.৫.২০০৯

বিচিত্র প্রেমের রাজ্য

বিচিত্র প্রেমের রাজ্য উনকোটি রূপ
গঞ্জে তার প্রাণমন মাতোয়ারা রোজ
দিনভর রাতভর ম-ম গন্ধ গন্ধরাজ ঘ্রাণ,
কড়া গন্ধ মিঠে গন্ধ রোজ

বিচিত্র প্রেমের রাজ্য উনকোটি রূপ
রূপালি জ্যোৎস্না যেন সোনাবারা রোদ
অঙ্ককার পুরী যেন নরকের মুখ
শেয়ালের হক্কাহয়া হাজার হালুম

বিচিত্র প্রেমের গন্ধ বয় ভব নৈ
জলে তার খেলা করে নরনারী ঝুঁই।

৭.৬.২০০৯

বুঝি না

ভালোবাসা বিষ নাকি অম্ভত

বুঝি না

বার-বার প্রেম হরিণীর মতো

মায়াজাল করে রচনা

মোহজাল করে সৃষ্টি

কী জিনিস প্রেম বুঝি না ।

বহুরূপী প্রেম

একদিন ডাকে বায়সীর মতো

একদিন করে বাঁশির আওয়াজ

একদিন করে গুঞ্জরণ

একদিন ডাকে বাধনীর মতো

একদিন প্রেম নীল ছলাকলা

একদিন প্রেম লাল গোল চাঁদ

একদিন প্রেম শুটকির ঘাণ

একদিন প্রেম সোনা রং গান

ভালোবাসা বিষ নাকি অম্ভত

বুঝি না ।

১৭.৬.২০০৯

হিজিবিজি বন

রমণীর মন হিজিবিজি-বন
পুরুষ প্রণয় করো না আশা
একদিন মন চাঁদের আলয়
একদিন মন ধোঁয়াশার বাসা
একদিন মন দোয়েলির নীড়
একদিন মন বায়সীর বাসা

রমণীর মন হিজিবিজি-বন
সার্চলাইট জ্বলেও পাবে না দেখা
ধোঁয়াশা-কুয়াশা-বাসা
রমণীর মন হিজিবিজি-বন
চিরদিন নীল ছলনার বাসা
পুরুষ প্রণয় করো না আশা।

২০.৬.২০০৯

নীল কিশোরী

নীল কিশোরী প্রেম করে তার
প্রেমিক পুরুষ ষাট
পেছন ফিরে তাকায় ছাঁড়ি
ভিমরূল আঁথি তার
মুখজুড়ে তার অরূপ আলো
আগুন জুলে মুখে

কলসী কাঁথে নীল কিশোরী
প্রেম করে রোজ সাঁবো
প্রেমিক তার তরুণ তুর্কি
বয়েস তার ষাট
নীল কিশোরী প্রেমের গাঞ্জে
কলসী ভরে
জ্যোৎস্না জুলে মুখে
উদয় সূর্য কাঁথে।

২১.৬.২০০৯

আঁখিপাত

কাজল চোখের সজল চাহনি
আমাকে করে উতলা
ভালোবেসে তার আঁখিপাত
দাবদাহে যেন বৃষ্টিপাত
নিমেষে গ্রীষ্ম ফাণন মাস
জ্যোৎস্নারাত।

২৪.৬.২০০৯

সর্বগ্রাসী প্রেম

নীলাভ চোখে চেয়ে থেকে রোজ
মায়াবী জ্যোৎস্না ছড়াও
সে মায়া-মাধুরী প্রহণের মতো
আমাকে করে থাস।

সর্বগ্রাসী কানিনী তোমার প্রেম
অজগরী প্রায় আমাকে করে থাস।

২৪.৬.২০০৯

আমরা দুজন

নীল চোখে চেয়ে জয় করে নিলে মন
দিনভর আজ মন বাজে বানবান
মনজুড়ে বয় সোনালি হাওয়া সমস্ত ক্ষণ

নীল চোখে চেয়ে হাদয় জয়
শিরোচূড়ামণি নিমেষে
মন্ত্রের মতো নাম জপ করি সই

নীল চোখে চেয়ে সমর্পণ
আমরা দুজন একবৃন্দে দুটি ফুল।

২৪.৬.২০০৯

জানলা খোলা

জানলা খোলা
মনমোহিনী তোমার দেখা

জ্যোৎস্নালোকে মুখ দেখিলাম
মুখে তোমার চাঁদ দেখিলাম
দুঁচোখ ভরে রূপ দেখিলাম
প্রেমের গাঙে স্বান করিলাম

রূপের বাহার বনজ্যোৎস্না
বনজ্যোৎস্নায় হারিয়ে গেলাম
জানলা পাশে পাতাবাহার
কলাপাতার নাচ দেখিলাম

জানলা খোলা
মনমোহিনী তোমার দেখা।

২৯.৬.২০০৯

সুন্দরী তোমাকে দেখে

সুন্দরী তোমাকে দেখে তনুমন প্রাণ গান গায়;
মনের আকাশে ওড়ে ঝাঁক-ঝাঁক বহবর্ণ পাখি,
পাখির কাকলি শুনে এ হৃদয় হর্ষে ডুবে যায়,
রাতদিন তোমাকেই প্রেম ভরে বার বার ডাকি।
জলজ্বল চোখদীপ দূর করে প্রগাঢ় আঁধার;
শ্রীলক্ষ্মীর মতো মুখ আলো করে ঘরদোরবাড়ি;
তুষি-তুষি সোনাবারা প্রীতিনীড়, রাগিনী বাহার;
তোমার মাধুরী দেখে দিন যায় রাত যায় শারি।

সুন্দরী তোমাকে দেখে তনুমন প্রাণ গান গায়।
রাপের আগুনে পুড়ে শান্তিধামে আমার ভ্রমণ,
এ হৃদয় মুহূর্হূ স্নান করে শান্তির ধারায়,
ক্ষণে-ক্ষণে মাধুরীর শ্রোতে ভাসে আহুদিত মন।
সুন্দরী তোমাকে দেখে তনুমন প্রাণ গান গায়—
শান্তি-সুধা, মুক্তি-সুধা; স্বপ্ন হাঁটে ঝুল-বারান্দায়।

১০.৭.২০০৯

জাদু-পদ্ম

নগ শোভা দেখে রিমি মূর্ছা যায় সমস্ত শরীর;
জেগে উঠে হৰ্ষ ভরে রানি বলে করি সম্মোধন,
প্ৰেম-গক্ষে কাম-গক্ষে টগবগ্ টগবগ্ মন।
রাঙা গায় রঙে দিই লাল নীল হৱিৎ আবিৰ।
নগ রূপ নিত্যদিন জাদুপদ্ম, পৱণ পাথৰ।
স্পৰ্শে তাৰ সবকিছু সোনাহিৱা চুনি পান্না রোজ,
নগ রূপ প্ৰীতি-নীড়, জুলজুল সোনাৰ সৱোজ,
সুমধুৰ রূপ দেখে ধনপতি মন-মধুকৰ।

নগ শোভা দেখে রিমি মূর্ছা যায় সমস্ত শরীর।
কামদানি দেহখানি নিত্য দিন মন কৰে জয়।
নগ রূপ প্ৰজ্ঞলিত দীপ যেন আনন্দ-আলয়,
রঙে মন গায় দেয় লাল নীল হৱিৎ আবিৰ,
মনোলোভা নগশোভা দেখে জাগো মন-মধুকৰ।
নগৱৰ স্বৰ্ণফুল, জাদুপদ্ম, পৱণপাথৰ।

১১.৭.২০০৯

মানসী

মানসী তোমার মুখ অনিন্দ্য সুন্দর;
চোখ থেকে আলো বারে লাল নীল আলো,
মুখ থেকে মধু বারে মন করে ভালো,
মধ্যমণি করে ঘোরে মন-মধুকর।
মানসী তোমার নাম জপ করি রোজ;
মধু বারে সুধা বারে পান করে মন।
মুখ-জুড়ে বালমল সোনালি স্বপন;
এ মুখের রূপ দেখে সতত সবুজ।

মানসী তোমার প্রেম জ্যোৎস্না ধ্বল,
আলো-আলো-আলো-আলো, আলোর ভুবন।
মানসী তোমার প্রেম কৌস্তভরতন,
বুরি-বুরি লক্ষ্মুরি ব্রহ্মকমল।
সোনাবুরি প্রেমপুরী তোমার হৃদয়।
নিয়ত আনন্দধাম, চাঁদের আলয়।

১১.৭.২০০৯

প্রেম-দীপ জ্বলে

প্রেম-দীপ জ্বলে কাছে এসো যদি
উপহার দেব মালতী ফুলের মালা
হাতে তুলে দেব রঞ্জনীগন্ধা
গুলথং ফুলের তোড়া

প্রেম-দীপ জ্বলে কাছে এসো যদি হাজার চুমা
ভূমি হবে রোজ উদিত সবিতা সোনালি সোমা।

১৭.৭.২০০৯

তুমি কোনখানে

গুঁড়ি-গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির দিন
তুমি আর আমি বাস থেকে নেমে
যে যার বাড়ি ফিরছিলাম
বাঁকা হাসি মুখে স্বর ছিল খুব মিঠে
কথায়-কথায় বারে পড়েছিল সোনালি কথা
আমার বাড়ির সামনে এসে
বলেছিলে মনু হেসে কাল হবে আবার দেখা।

আজকাল তুমি কোনখানে
মুশ্বাই নাকি চেমাই শহরে
শিলং নাকি গোহাটি নগরে
১৩ বিশ্বপথ তোমার বিরহে কাঁদে
শুধু একবার ফোন করে আমার
হৃদয়ে জ্যোৎস্না ঢালো
হা হা, হৃদয়ে জ্যোৎস্না ঢালো।

১৮.৭.২০০৯

ମୁଖେ ହାସି ଫୋଟେ ଯଦି

ଗୋଲ ମୁଖ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଲୋ କରେ ଦେଖି ନା ତୋ
ଜାନଲାଟା ଆଧ-ଖୋଲା ରାଖୋ ଯେ
ପାଚିଲେର ଆଡ଼ାଲେ ହାଁଟୋ ତୁମି ଚାତାଲେ
ମାବୋ-ମାବୋ ମୁଖ ଦେଖି ସକାଳେ
ଗୋଲ ମୁଖ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଖେ ହାସି ଫୋଟେ ଯଦି
ପ୍ରେମଭାବ ଜାଗିବେ ଗୋ ହଦରେ ।
ଗୋଲମୁଖ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଲୋ ତୁମି ବାସୋ ଯଦି
କ୍ରୀତଦାସରାପେ ପାବେ ସକାଶେ ।

୨୦.୭.୨୦୦୯

বিস্তৃত করো প্রেম

মাধবী তোমার প্রেম দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দু'তিন ফুট
সেখানে অবিরত জ্যোৎস্নার অভাব
সূর্য ওঠে না সেখানে
সেখানে কেউ ললিত কঢ়ে গায় না কখনও গান
করে না কেউ তিমির হননের ধ্যান

চিলেকোঠাবাসী মাধবী তোমার প্রেম
সাগর দেখেনি আকাশ দেখেনি
তারাবাড়ি দেখেনি দেখেনি বৃষ্টিপাত
দেখেনি কখনও শ্যামল শাভানা প্রাঞ্চর

সাগরের মতো বিস্তৃত করো মাধবী তোমার হাদয়
সাঁতার কেটে প্রেমিক যেন পায় না তার কূল
সেখানে অশেষ রৌদ্র-জ্যোৎস্না বিলম্বিল করুক রোজ
আকাশ দেখবে সতত মুখ, পড়বে ঝলমল তারার ছায়া
সাগরের মতো বিস্তৃত করো মাধবী তোমার হাদয়।

২০.৭.২০০৯

বিচ্ছি প্রেম

সুন্দরী তোমার গঞ্জ শুনেছি
কখনো তোমাকে দেখিনি
চলাফেরা নাকি হংসীর মতো
স্বর নাকি ঠিক কোয়েলির মতো
রূপ নাকি রাজকন্যার মতো

কখনো তোমাকে দেখিনি
তবুও তোমার স্বপ্নে বিভোর সুন্দরী
ক্ষণে-ক্ষণে বিরহ জ্বালায় মরি
বিচ্ছি প্রেম রূপ তার হাজারখানি।

২৬.৭.২০০৯

মোনালিসা-হাসি হেসে

মোনালিসা-হাসি হেসে কাছে এসে যাও উড়ে যাও ।
পুরুষ বোঝে না নারী ছায়া-ছায়া হাসির দ্যোতনা,
কালো চোখে দীপ জ্বলে কাছে এসে মৃহর্তে উধাও,
তবু তুমি দাবি করো এ ভূবনে নিয়ত অনন্যা ।
তোমার স্বভাব নারী কলকল নদীর মতন,
কখন কী রূপ ধরো মুনি-ঝরি দেবা ন জানস্তি;
বেকুব পুরুষজাতি নিত্য করে আঘ-নিবেদন
পান করে রাত্রিদিন প্লাস-গ্লাস শান্তিকূপা আস্তি ।

রূপে পুড়ে ঘর বেঁধে পুরুষ প্রণয় মাগে নারী,
পরিণামে প্রেম নয়, ছলাকলা নদে দেয় ঝাঁপ;
ধীরে-ধীরে প্রাস করে নারী তার ঘরদোরবাড়ি;
রাহুর রাজস্ত চলে, রাত্রিদিন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ।
মোনালিসা-হাসি হেসে নারী করে সবকিছু প্রাস,
বেকুব পুরুষ দেখে হাতে তার শত মধুমাস ।

৩১.৭.২০০৯

পরমা

যে নারীর রূপ দেখে কলমে কবিতা আসে রোজ,
সে আমার প্রিয়া নয়, বিশ্বরমা পরমা আমার
নিয়ত বিভোর আমি অসীম সুষমা দেখে তার,
চোখে তার জ্বলজ্বল ঝলমল নীলিম সরোজ।
সে নারী প্রেমিকা নয়, প্রেমিকার অনেক অধিক,
সতত হন্দয় রাজ্য তোলে রাঙ্গা সুষমার ঝড়,
অঙ্গুলি সক্ষেত্রে তার চরাচর ব্ৰহ্মাণ্ড সুন্দর,
আমার হন্দয়ে জ্বলে বহুবৰ্ণ আলো বিকমিক।

যে নারীর রূপ দেখে আসে রোজ কলমে কবিতা,
সে আমার প্রিয়া নয়, হাসিখুশি মনোনিবাসিনী;
সে আমার বিশ্বরমা, জ্বলজ্বল নারী-চূড়ামণি,
অপার্থিব নারী এক, প্রতিদিন উদিত সবিতা।
যে নারীর রূপ দেখে করি রোজ কবিতা রচনা
সে আমার বিশ্বরমা, মধুক্ষরা কামিনী কল্পনা।

৩.৮.২০০৯

গোপন প্রেম

গোপন প্রেম

আঁধার রাতে বন্ধুর সাথে
প্রমোদ-ব্রহ্মণ
চোখে মুখে তার নীলাভ সূষমা
ধোয়াশায় চাঁদ-ফুলের মেলা
সোনালি সবিতা।

গোপন প্রেম রং তার নীল
যেন বা নভেনীলিমা
দিগন্ত-ছেঁয়া জলের গায়
ঝলমলঝল তারার ছায়া
যেন বা সূদূর সাভানা
অঙ্ককারে স্বর্গের সিঁড়ি
আধা-পড়া দীর্ঘ কবিতা।

গোপন প্রেম রং তার নীল।

৫.৮.২০০৯

জানালার কাছে দাঁড়িয়ো বন্ধু

জানালার কাছে দাঁড়িয়ো বন্ধু
লাল নীল রং বৃষ্টি হবে
দুপুর রাতে
দাঁড়িয়ো বন্ধু সাত সকালে
হাতে তুলে দেব ব্ৰহ্মাকমল
লাল নীল রোদে

জানালার কাছে দাঁড়িয়ো বন্ধু
সন্ধ্যা হলে
হাতে তুলে দেব সোনালি চিঠি
পড়িবে সমুহ গোলাপি কাহিনি
রাতভর হবে ভোর।

৫.৮.২০০৯

ଆଗାଞ୍ଜଳି

ରଙ୍ଗ ଦେଖେ ତୋର ଚୋଖେର ଆରାମ
ମୁଖ ଦେଖେ ତୋର ପ୍ରାଣେର ଆରାମ
ତୁଇ-ତୁଇ-ତୁଇ ମନେର ଖୁଶି
ରଙ୍ଗ ତୋର ବାଜାଯ ହାଜାର ବାଁଶି

ତୁଇ ତରଣୀ ନୀଳା ମାସି
ତୁଇ ଯୋଡ଼ଶୀ ପାଡ଼ାର ହାସି
ପ୍ରାଣେର ମନେର ହାଜାର ଖୁଶି
ତୋର ଚରଣେ ଆଗାଞ୍ଜଳି

ତୁଇ-ତୁଇ-ତୁଇ ପ୍ରାଣେର ଖୁଶି
ରଙ୍ଗ ତୋର ବାଜାଯ ହାଜାର ବାଁଶି ।

୮.୮.୨୦୦୯

তোমায় দেখলে

তোমায় দেখলে মন দেয় দোলা
হাস্যে তোমার হিরার খিলিক
স্বরে মধুর বাঁশির ধ্বনি
বামবামবাম বৃষ্টিপাত

তোমার দেখলে মন দেয় দোলা
মুখ-জুড়ে নীল প্রেমের আভা
রাঙা মেঘের পিঠে চড়ে
আকাশ পরিক্রমা

তোমায় দেখলে মন দেয় দোলা
মোহন বাঁশি বাজায় কালা।

৯.৮.২০০৯

ନୀଳ ଅମରୀ

ନୀଳ ଅମରୀ

ମନେର ଭେତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜୁଲେ

ଜାନଲା ବଞ୍ଚି କରେ ଦିଲେ

ଏ କୋନ ରୀତି ସୁନ୍ଦରୀ ?

ଛଲାକଲାର ଆବାସ ତୁମି

ନୀଳ ଅମରୀ ।

ନୀଳ ଅମରୀ

ଜାନଲା ଖୁଲେ ଗଙ୍ଗା ଜୁଡ଼େ

ଆରେକ ଜାନଲା ଖୁଲେ ଦିଲେ

ନବୀନ ପ୍ରେମେର ଗନ୍ଧେ ଭେସେ

ଏ କୋନ ରୀତି ସୁନ୍ଦରୀ ?

ରାକ୍ଷସୀ ତୁଟେ ମାଂସାହରୀ

ଯୌନ-କୁଥାର ବସତ ବାଡ଼ି

ସର୍ବନାଶୀ ଶାର୍ଦ୍ଦଲୀ ତୁଟେ

ମାଂସାହରୀ-ମାଂସାହରୀ ।

୧୨.୮.୨୦୦୯

রাজার ছেলে জাদু জানে

গরিব ছেলের সঙ্গে তুমি প্রেম করো না
রাজার দুলাল দেখলে তুমি হাতছানি দাও
প্রেম করো রোজ
কারণ রাজার ছেলের আছে সোনার বাড়ি
হিরার গোড়ি
এবং তোমায় নিয়ে যাবে শপিংমলে
রংমহলে
গরিব ছেলে ভাল লাগে না গরীব ছেলের
কিছু নেই
অভাব তার নিত্য সঙ্গী কনে দেয় না কেউ।

রাজার ছেলে ভাল লাগে খুব তাহার সঙ্গে
প্রেম করো রোজ
রং-বেরঙের ভুবন তাহার করতলে
গুণে তাহার শুকনো গাছে ফুল ফোটে
পূর্ণিমা চাঁদ উদয় হয় দিন দুপুরে
সোনার বাড়ি হিরার গাড়ি এক নিমেষে
রাজার ছেলে ভাল লাগে খুব
রাজার দুলাল ভীষণ গুনিন হাজার রকম জাদু জানে।

১৫.৮.২০০৯

গান করে নীল প্রজাপতি

মুখশ্রী তোমার দুচোখে ভাসে
কৃষ্ণচূড়া হন্দয়ে ফোটে
গান করে নীল প্রজাপতি

হন্দয়ে হাঁটো গল্প করো
ঘূরিয়ে পড়ো হন্দয়পুরে
গান করে নীল প্রজাপতি।

১৬.৮.২০০৯

କାଁଟା ବ୍ୟବସାୟୀ

କାମିନୀର ମନ କଟ୍ଟକ-ବନ
ସୋଜା ପଥେ କାଁଟା କାମିନୀ
ଭାଲୋବାସା-ବାସା କରୋ ନା ଆଶା
କାଁଟା ବ୍ୟବସାୟୀ କାମିନୀ !

୧୭.୮.୨୦୦୯

জানলা খোলা-১

জানলা খোলা
মিষ্টি হেসে দুষ্টু আমি মুখটি দেখি
রাগ করো না সুন্দরী
দুষ্টু হাসি মিষ্টি হাসির দীপটি জ্বেল
পথটি ভোলাও অঙ্গরী

জানলা খোলা
মুখের আলোয় সিঞ্চ করো সুন্দরী
চোখের কালোয় চুলের কালোয়
এবং তোমার প্রেমের আলোয়
মনটি ভোলাও অঙ্গরী।

১৭.৮.২০০৯

জানলা খোলা জানলা বন্ধ

এক

জানলা খোলা জানলা বন্ধ
মনে দন্ত মনে ধর
নীল পরি কার নীল পরি কার
রমার শ্যামার নাকি রামার

জানলা খোলা জানলা বন্ধ
নারীর মন অঙ্ককার।

দুই

জানলা খোলা জানলা বন্ধ
হাজার ম্যাজিক দেখছি রোজ
এক নিমেষে আলোক তুমি
এক নিমেষে অঙ্ককার

মন-জুড়ে সই বটের ঝুরি
দিনদুপুরে আঁধার পুরী।

১৮.৮.২০০৯

ভালোবাসো যদি

ভালোবাসো যদি জানালা খুলিব
চোখে চোখে হবে সোনালি কথা
উপহার দেব নীলাভ প্রেম
তুমি হবে রোজ রাঙ্গা পলাশ
আমি হব কৃষ্ণচূড়া
সোনায় সোহাগা ।

তুমি হবে রাজা আমি হব রানি
তুমি হবে শুক আমি হব শারি সখা ।

২১.৮.২০০৯

କଳକଳ କଳକଳ

ଗୋଲ ଚୋଖ ତୁଲେ ଚାଇବେ କୟାଦିନ
କଳକଳ କଳକଳ ଯୌବନ ତୋମାର

ବଇବେ କୟାଦିନ

ଚୋଥେର ଆଲୋ ଶୁକିଯେ ଯାବେ
ମୁଖେର ଆଲୋ ହାରିଯେ ଯାବେ
ବାନବାନବାନବାନ ବାଜବେ ନା ଆର

ରଙ୍ଗ ।

ଯୌବନ ତୋମାର ବଇବେ କୟାଦିନ
ଠାକୁର-ମାର ମତନ ହବେ ମୁଖ
ହଦଯ କାରୋ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡ
କାଛେ ଆସବେ ପାଶେ ବସବେ ଲୋକ
ଯୌବନ ତୋମାର ବଇବେ କୟାଦିନ

ଗୋଲ ଚୋଖ ତୁଲେ ଚାଇବେ କୟାଦିନ
କଳକଳ କଳକଳ
ଯୌବନ ତୋମାର ବଇବେ କୟାଦିନ ।

୨୪.୮.୨୦୦୯

জানলা খোলা-২

জানলা খোলা
অমর-বেশে দিলাম ওড়া
চোখের ধারে মুখের কাছে
এবং কালো চুলের পাশে উড়তে ছিলাম

বুঝলে তুমি হাসলে তুমি
যা-যা অমর বললে তুমি
দুষ্টু হেসে বললে শেষে
আবার আসিস সঙ্গে-বেলা।

২৭.৮.২০০৯

তুমি ২

তুমি সবুজ দিন দুপুরে
সবুজ তুমি গ্রীষ্ম দিনে
তুমি সবুজ জ্যোৎস্নালোকে
সবুজ তুমি বাড়ের রাতে
তুমি আমার স্বর্ণমৃগী
এবং প্রিয় চক্ৰবাকী।

তুমি সবুজ বাসর ঘরে
সবুজ তুমি অঙ্ককারে
তুমি সবুজ বিদায়-ক্ষণে
সবুজ তুমি সন্ধ্যা ভোরে
তুমি আমার সুখের শারি
সাত সকালে অরঞ্জ উষা।

৭.৯.২০০৯

ବହୁଦିନ ପର

ବହୁଦିନ ପର ଚୋଖ ତୁଲେ ଚେଯେ
ସୋନାଲି ଆମାଯ ଜାଗାଲେ
ବହୁଦିନ ପର ହଦୟେ ଆମାର
ଗୋଲାପି ଆଣ୍ଠନ ଛଡାଲେ
 ସବୁଜ ଆଣ୍ଠନ ହଦୟେ;
 ଝମବାମବାମ ବୃଷ୍ଟିପାତ
 ରଙ୍ଗକମଳ ସାରା ଚରାଚର ।

ବହୁଦିନ ପର
କୁପାଲି ଫିରୋଜା ଗୋଲାପି ବାତାସ
ଖେଳା କରେ ସଥି ହଦୟେ
ବହୁଦିନ ପର ପ୍ରେମେର ବାତାସ
 ନୀଳାଭ ଆକାଶ ହଦୟେ
 ଜୟ-ଜୟ-ଜୟ ସୋନାଲି ।

୧୩.୯.୨୦୦୯

ନାରୀ ତୁମି ହେ ସୋନାପୁରୀ

ନାରୀ ତୁମି ନଦୀ ଏକ ଆର ଆମି ପ୍ରେମିକ ନାବିକ;
ଜଳେ ଡୁବି ଜଳେ ଭାସି କଥନୋ ବା ତଳାନିତେ ବାସ,
ଆଜ ହେସେ କାଲ କେଂଦେ କାଟେ ବାରୋ ମାସ,
ଖୁବ କମ ଖୁନସୁଟି, ବାଗଡ଼ାବାଟି କଲହ ଦୈନିକ ।

ନାରୀ ତୁମି ଅନ୍ତୁତ ଜିନିସ,
ଏକଦିନ ଆଲୋ ଯଦି ଦଶ ଦିନ କାଲୋ,
ମିଛେମିଛି ମୁଠୋ ଫୋନେ କରି ହାଲୋ ହାଲୋ,
ଦିନେ ତିତା ରାତେ ମିଠା ଭୋରବେଳା ଡାଲେ ବସେ ଶିଶ ।

ନାରୀ ତୁମି ନଦୀ ଏକ
ଏକଦିନ ଖୁବ ଶିଳ୍ପ ଏକଦିନ ତଳାନିତେ ହିର
ପୁରୁଷେରା ଭାଲୋବେସେ ତୋମାର ଭେତର ବାଁଧେ ନୀଡ଼ ।
ସ୍ଵପ୍ନ ଭାଙ୍ଗେ, ଭେଙେ ପଡେ ଜାନାଲାର ଶିକ ।
ନାରୀ ତୁମି ମାଟି ହେ, ହେ ସୋନାପୁରୀ
ସାରା ଗାୟ ପୁଁତେ ରାଖି ଚାରା ସୋନାବୁରି ।

୧୮.୯.୨୦୦୯

থামো-থামো-থামো

সময় যাবে না উড়ে
থামো-থামো-থামো চিতল হরিণী
কেন-কেন-কেন এতটা দৌড়ৰাপ
দৌড়ৰাপ দেখে কাকিনী হাসে
দেখো-দেখো-দেখো তোমার জন্য
দাঁড়িয়ে আছে সোনালি বাঘ
থামো-থামো-থামো চিতল হরিণী

থামো-থামো-থামো চিতল হরিণী
অঁথির বাণে মোহিত করো বাঘ
হাসির তোড়ে রচনা করো
গোলাপি ফাঁদ
থামো-থামো-থামো চিতল হরিণী
রূপের আণনে জুলাও সোনালি বাঘ।

৩০.৯.২০০৯

শীতে মিঠে রোদ

সাধারণ মেয়ে তুই, তোর সঙ্গে প্রেম করি রোজ
তোকে দেখে মন দোলে দোল খায় হাদয় আমার;
নিমেষেই এ হাদয় হয়ে যায় সোনালি সবুজ;
ইচ্ছা করে প্রেমে তোর স্নান করি দিনে দুশোবার।
সাধারণ মেয়ে তুই, প্রেম তোর মাছ-ভাজা রোজ,
বিরিয়ানি, চাও-চাও, ম-ম গঞ্জ পোলাও সুন্দরী;
ইচ্ছা করে রাত্রিদিন দেহ চেটে কাজল অমরী,
আমার এ মনোভূমি করে নিই গোলাপি সরোজ।

সাধারণ মেয়ে তুই, তোর প্রেম শীতে মিঠে রোদ,
কড়া রোদে জ্যোৎস্না যেন জলে যেন বিশোল রোহিত।
কুলীন মেয়ের প্রেম শ্রাবণের ভয়াল লোহিত,
কাঠ-ফাটা রোদ যেন, ঝাড়বাঞ্চা, একশো তার খুঁত।
সাধারণ মেয়ে তুই প্রেম তোর নব জলধারা,
তোর প্রেমে স্নান করে প্রতিদিন মন আঘাতারা।

৫.১০.২০০৯

ମରି-ମରି-ମରି ସୁନ୍ଦରୀ

ରନ୍ଧା ଥେକେ ତୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାରେ
ମୁଖ ଥେକେ ତୋର ଆଲୋକ ବାରେ
ଚୋଥ ଥେକେ ତୋର ଜ୍ୟାଙ୍ଗ୍ନା ବାରେ
ମରି-ମରି-ମରି ସୁନ୍ଦରୀ ।

ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକମଳ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ
ସୋନାବୁରି ତୁଇ ସୁନ୍ଦରୀ
ମୋହନ ବାଁଶି ତୁଇ ଅମରୀ
ମରି-ମରି-ମରି ସୁନ୍ଦରୀ ।

୮.୧୦.୨୦୦୯

ରାୟବାଘିନୀ

ରାୟବାଘିନୀ

ଭୟ କରେ ତାଇ ପ୍ରେମ କରି ନା
ନାରୀର ବେଶେ ଖୁନି ଦେଖେ
ଅବାକ ମନେର ଲୋକ

ରାୟ ବାଘିନୀ

ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଭଦ୍ର ହୁଏ
ଚୋଥେର ଥେକେ ଚାଁଦନୀ ଛଡ଼ାଓ
ଚରଣ ଚୁମେ ଚାକର ହବ ରୋଜ ।

୧୬.୧୦.୨୦୦୯

ঝরার সময়

কী যে করি কী যে করি
তুমি প্রস্ফুট গোলাপ
আমার ঝরার সময়
মিলন দূর-অস্ত্ৰ
সুতরাং শুধু আফসোস

প্রত্যেক দিন
বড় বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া
চলন-বলন-জাগরণ
বারো মাস শুধু আফসোস
তুমি প্রস্ফুট গোলাপ
আমার ঝরার সময়।

২১.১০.২০০৯

সোনালি সপিণী

সোনালি সপিণী তুমি, এ খবর জেনে গেছি ধনি,
সুতরাং বিষদ্বাংত তুলে ফেলা ভীষণ জরুরি,
নচেৎ ছোবল মারবে, বারে যাব নিমেষে ভ্রমরী;
সাদা দাঁতে কালো হাসি দেখে-দেখে অভ্যন্ত কামিনী।
তুমি সুপ্ত বিষবৃক্ষ, নয়-নয়, অত্যন্তি সুন্দরী
কেননা গোপনে তুমি ঘর ভাঙ্গো, ভাই করো পর
তোমার দুর্মৰ্তি দেখে অন্তরাঞ্চা করে কড়মড়,
দাঁত কটকট করে ডেকে উঠে : বান্দরী ! বান্দরী !

সবিনয় নিবেদন বিষদ্বাংত তুলে ফেলো ধনি,
অন্তরঙ্গ রানি হও, হও তুমি কল্যাণী কামিনী;
হও তুমি প্রাণাধিকা, জুলজুল বালমল মণি;
এ জগতে কেবা ধনি ভালোবাসে হিংস্র সপিণী।
সবিনয় নিবেদন, হও তুমি গুণবত্তী নারী
দাস-খত লিখে দেব, তুমি হবে আমার ঈশ্বরী।

২৬.১০.২০০৯

চিরপ্রেম বারে গেছে

আমি তো পক্ষিণী এক আর তুমি ক্ষণিকের পাখি;
ডালে বসে উড়ে যাই, ডালে বসে উড়ে যাও তুমি;
কেথা আছে চিরপ্রেম? মহামরু চিরপ্রেম ভূমি
মিত প্রেমে ডালে বসে শিস দিই, ডালে বসে ডাকি।
মুঠোফোন টেলিফোন বেজে ওঠে হঠাত হঠাত
মিত স্বরে ধীর সুরে ব্যক্ত হয় ক্ষণিক উল্লাস।
অতঃপর নিমেষেই তিরোহিত আলোর উদ্ভাস।
হৃদয়-মনন জুড়ে প্রতিদিন শুধু গেঁটো বাত।

চিরপ্রেম বারে গেছে মহাবাহ লোহিতের জলে।
আমি তো পক্ষিণী এক, মিত প্রেমে ডালে বসে ডাকি,
কখনো বা স্মিত মুখে ডেকে উঠি : তুমি আলো-পাখি।
চিরপ্রেম বারে গেছে কোন দেশে প্রেমকল ফলে?
আমি তো পক্ষিণী এক আর তুমি ক্ষণিকের পাখি
ঘরবাড়িদোরহীন, প্রতিদিন ডালে বসে ডাকি।

১৭.১০.২০০৯

তুমি ৩

কুলু-কুলু নদী তুমি পিপাসার জল
জলই জীবন

তুমি রোজ মাঘী রোদ অপার আনন্দ
কাছে এলে গায়ে ফোটে ফুল

অপরূপা পরি তুমি
তোমাকে চুম্বন করে হস্যে দৃলোক।

২৪.১১.২০০৯

অমোঘ মরণ

দীর্ঘদিনের সঙ্গী রাখি
এখন তাকে দেব ফাঁকি
ইচ্ছে হয় না ইচ্ছে হয় না
মৃত্যুনিবাদ শুনবে কথা
বুববে আমার মনের ব্যথা
কক্ষনো না কক্ষনো না

বিদায়-বিদায়
ভালোবাসার জাল ছিঁড়ে হায়
ভুবন-দেশে জগ্মে যেজন
অমোঘ-অমোঘ তাহার মরণ।

২৪.১১.২০০৯

ଅଲଙ୍କାର

କାଳୋ ଚୂଲେ ସାଦା ଫିତେ କାଳୋଟୁକୁ ସାର
ସାଦା ଫିତେ ଛୁଁଡ଼ି ତୋର ନୀଳ ଅଲଙ୍କାର ।

୬.୧୨.୨୦୦୯

আলোর নদী

সতত তুমি আলোর নদী আলোর বারনাধারা
বনজ্যোৎস্না জলজ্যোৎস্না ছাড়াও হৃদয়ে
তোমাকে দেখে সতত মন সোনাখরা দিনে ভ্রাম্যমান
দিনরজনী আলোর কুসুম তোলে
রামধনু রং অপার্থিব জগতে ঘোরে রোজ
সতত তুমি আলোর নদী আলোর বারনাধারা।

১৩.১২.২০০৯

বন্ধু পরম্পর

নরনারী পরম্পর শাসক-শোষক নয়
নয় ভূক্ত-উপভোগ্তা কিংবা প্রভু-দাসী।
পরম্পর চকাচকি সখাসথি রোজ;
আদম এবং ইভ দু'জনেই খেয়েছিল
নিযিন্দা সে ফল;
সুতরাং কেউ কারো দ্রেষ্টা নয়,
বন্ধু পরম্পর
একজন গৃহমৃগী, অন্যজন গৃহমৃগ রোজ।

১৬.১.২০১০

সোনা-হাসি হাদয়বাসিনী

আজকাল রিমি তুমি রাত্রিদিন হাদয়-বাসিনী;
তোমার প্রগয়-সীধু অবিরত পান করে রোজ
জ্বালা দূর, করতলে ফুটে ওঠে সোনালি সরোজ;
চন্দনের গন্ধ বয় রিমি, তুমি আমার অরণি।
মনোবনে প্রজাপতি গান করে গুনগুনগুন;
দোয়েল-কোয়েল করে আমবনে জামবনে গান;
আদিগন্ত জ্বলজ্বল বালমল জ্যোৎস্নার বান;
সে আলোয় অবিরত স্নান করো হাদয়ের বোন।

আজকাল রিমি তুমি আলো করো হাদয়-আলয়;
তোমার মধুর গন্ধ মনে প্রাণে বয় প্রতিষ্ঠণ;
রূপগাছে ফুল ফোটে অলিকুল করে গুঞ্জরণ;
জ্বলজ্বল চন্দ্ৰ তারা, মনে বয় মধুর মলয়।
আজকাল রিমি তুমি রাত্রিদিন মনোবন-বাসী;
সোনাহাঁসি, রূপাহাঁসি, প্রাণে বাজে সে মোহন বাঁশি।

১৮.১.২০১০

চলে গেল মধুমিতা

চলে গেলে মধুমিতা, অঙ্ককারে আমার ভূবন;
পুলকিত দিনগুলি ঝরে গেছে, অপার অসুখ।
বেদনায় জরজর ফুলগুলি, টাঁদ করে শোক
মহামারী প্রাণে যেন পড়ে গেছে জগৎ-জীবন।
চলে গেলে মধুমিতা, সবখানে অপার অসুখ;
নিবে গেছে চন্দসূর্য, আলোহীন তারার ভূবন;
ধীরে বয় প্রাণবায়ু, চারপাশে এখন থহণ;
আগুনে-আগুনে পুড়ে প্রাণপাথি শিয়মাণ, মূক।

চলে গেলে মধুমিতা, জীবনে হবে না দেখা আর।
অসীম অসুখে পুড়ে মরি-মরি-মরি মধুমিতা,
আগের ভিতরে জুলে দিনরাত দাউ-দাউ চিতা,
আগুনে-আগুনে মিতা, পৃষ্ঠী আজ আগুনপাহাড়।
চলে গেলে মধুমিতা, দেখা আর হবে না জীবনে,
অন্তহীন অঙ্ককার ছেয়ে গেছে সমস্ত ভূবনে।

৭.২.২০১০

জল হও নদী হও

জল হও নদী হও সুন্দরী আমার;
হও তুমি ধারাজল, করি আমি স্নান;
হাসনুহানা ফুল হও, শুঁকি সখি ঘাণ;
চন্দ্ৰ হও সূর্য হও, হও তারাবাড়ি
হও রাঙা মেঘ তুমি, পিঠে চড়ে, পরি,
পাড়ি দিই দেশকাল, ভুবনপাহাড়।
রঙিলা সঙ্গিনী তুমি হও খেয়াতৱী।
পাড়ি দিই মহানদী, অপার সংসার।

৭.২.২০১০

ঘনবন দুখ

বিরহ আগুনে পুড়ে দিন যায় রাত যায় রুমা,
শিরোপারে অবিরত জুলজুল সূর্যের প্রকাশ;
আকাশে জুলে না চাঁদ, তারাহীন সমস্ত আকাশ;
কোথা যাই কোথা গেলে ধারে-কাছে জুলে লাল সোমা।
বিরহ অসুখ যার এ জগতে আছে তার সুখ?
তার কাছে তুল্যমূল্য অগ্নিজ্যোৎস্না জীবন-মরণ;
একাকার আলো-আঁধি, ফুল-ফণীমনসার বন;
বিরহ অসুখ যার বুকে তার বাজে শুধু ঘনবন দুখ।

বিরহ আগুনে পুড়ে দিন যায় রাত যায় রুমা,
ক্ষণে-ক্ষণে দাউ-দাউ জতুগৃহ বুকের ভিতর;
কোথা যাই কোথা গেলে ধারে কাছে জুলজুল সোমা।
বিরহ অসুখ যার, এ জীবনে তার আছে সুখ?
দাউ-দাউ জুলে তার ঘরদোর, শিয়মাণ সুমহ বিশোক।

৮.২.২০১০

একবার দেখা হলে

একবার দেখা হলে ধারে-দুরে আলো মধুমিতা
সূর্যঁচান্দ তারাবলি জুলে ওঠে মাথার ওপর;
আমার উঠানে ওড়ে সংখ্যাহীন শুভ কবুতর
অঙ্গকার দূরীভূত, তেতো ফল অতি-অতি মিঠা।
একবার দেখা হলে আলো ফোটে পূর্বশার ভালে;
মায়ের স্নেহের মতো গাছগুলি মেলে দেয় ছায়া;
কাকপাখি কাল-পেঁচা নিমেষেই দূর বনে হাওয়া;
সব কালো ঝারে পড়ে দেশ ঢাকে রামধনু-জালে।

একবার দেখা হলে ডুবুডুবু অমৃতসাগরে;
আনাচে-কানাচে দুরে ফুলগুলি ফোটে একে-একে;
সব পাখি ঘরে ফেরে রাঙা সাঁৰো সমধুর ডেকে,
আলোফুল চন্দ্রতারা ফোটে ওঠে মাথার ওপরে।
একবার দেখে হলে মধুমিতা ধারে-দুরে আলো,
হাসনুহানা গন্ধরাজ ঝাণে-ঝাণে সব কালো ভালো।

৮.২.২০১০

মনে পড়ে মনে পড়ে মিতা

মনে পড়ে মনে পড়ে দিনরাত মনে পড়ে মিতা;
যদিও এখন তুমি নক্ষত্রের মতো বহুবৃ;
বিরহের বাড়ে পড়ে হন্দভঙ্গ, থেমে গেছে সূর;
মনে হয় এ জীবন বিষগাছ, জুলজুল চিতা।
মনে পড়ে মনে পড়ে রাতদিন মনে পড়ে মিতা;
দিনরাত অঞ্চলাত, অঞ্চনদে ভাসে দেশকাল
অন্তরাঙ্গা শ্রিয়মাণ, কাটে তাকে লক্ষ পঙ্গপাল;
ভিনিগার, আম জাম-কাঁঠালের রস আজ তিতা।

জানি-জানি পুনর্বার কথনো হবে না দেখা আর
বাড়ে-বাড়ে বাস করে ধনে-জনে আজ ক্ষীয়মাণ;
দিনরাত-দুঃখনদে বাস যেন অমোঘ বিধান
শিশির-সাগরে বাস, রাতদিন কনকনে জাড়।
মনে পড়ে মনে পড়ে খুব করে মনে পড়ে মিতা;
বিরহের বাড়ে পড়ে এ জীবন দিনরাত তিতা।

৮.২.২০১০

সোনালি

সোনালি তুমি নিমেষে হলে
গান
ফুল-বাগান হল মন
প্রেমের গঞ্জে প্রাণ ভরপুর;
সোনালি তুমি নিমেষে ছড়ালে
সুর।

সোনালি তোমার চুলে
দূর নীলিমার নীল
রূপ
আগুনের লাল ফুলকি
মুখ
সেরা রূপসীর প্রায়।

সোনালি তোমার হাত ধরে
অপার শাস্তি
নিমেষে দুজন
চকাচকির মতন চিরসঙ্গী।

৩.৩.২০১০

সোনালি করে গ্রাস

মনের ভিতর সোনালি করে বাস

আলোক ছড়ায় অঙ্ককার করে দূর

স্বপ্নলোকে রূপ খোলে তার জাগরণে মেলে চুল

সোনালি আমার প্রাণ

উদ্দেশে তার রাতদিন করি গান।

হৃদয়ে ভাসে সোনালির মিঠে ঘ্রাণ

মুখ দেখে তার আয়োদ-প্রয়োদে বাস

সোনালি আমার প্রাণ

নাম সেধে যায় রাত।

বাঞ্ছার মতো সোনালি করে গ্রাস

আবির ছড়ায় জেগে উঠি আমি প্রেমে

কঢ়ে আমার সোনালি-সোনালি ডাক

বাঞ্ছার মতো সোনালি করে গ্রাস।

৪.৩.২০১০

সুরধূনী

জীবনে এলে না সোনালি
পায়ের তলায় মহামরুভূমি
ছড়ানো অঙ্গইন দিগন্ত অবধি
তরলতাইন পৃথিবী আমার
আনাচে-কানাচে নির্জলা নদী
জলাভাবে মরি-মরি
ছায়ার অভাব দিনরজনী।

জীবনে এলে না সোনালি
আকাশে জুলে না সূর্যতারা
অদ্ধকার-মোড়া পথ
মরি-মরি-মরি আনন্দবিহীন পৃথিবী
গান গায় রোজ বেহাগ রাগে
বেহাগ রাগিণী সুরধূনী আজ সুরপুরী।

৬.৩.২০১০

স্বর্গে বাস

সোনালি তোমার হৃদয়ের তাপ
রাতদিন আমি করি অনুভব
পৃথিবী সবুজ
জামডালে বসে কোয়েল করে
মধুর গান
গন্ধরাজ ফোটে ফুল বাগানে।

সোনালি তোমার হৃদয়ের তাপ
হৃদয়ে আসে ভেসে
মরি-মরি-মরি প্রেম
আমোদের নদে শায়িত প্রাণ
ডুবুডুবু প্রাণ আনন্দ-নদে
হৃদয়ের তাপ হৃদয় নেয় টেনে।

সোনালি তোমার হৃদয়ের তাপ
প্রতিক্ষণ আমি করি অনুভব।

৯.৩.২০১০

কল্পনার ফুল

সোনালি এসেই হাওয়া হয়ে গেলে
ফুড়ুৎ করে উড়ে গেলে তুমি
চতুর্থ পাখির মতো ।

আজকাল প্রেম কল্পনার ফুল
আজকাল প্রেম আকাশ-কুসূম
বারাপাতা আজ প্রেম ।

১০.৩.২০১০

সোনালি তোমার প্রেম

দূর দেশ থেকে হাতছানি দাও সোনালি
মনে-মনে বাহবল্লভনে করি বলি
সোনালি তোমার প্রেম
বাতাসে আসে ভেসে
আকর্ষ করি পান
গঙ্গা ছড়ায় চরাচরে।

১২.৩.২০১০

স্বপ্ন দেখে দিনরাত যায়

সোনালি তোমাকে স্বপ্ন দেখে দিনরাত যায়
মুঠো ফোন বাজে কানে ভেসে আসে গোলাপি স্বর
মুহূর্তকাল মধুর আলাপ তারপর থামে ফোন
এভাবে শেষ হয় সংলাপ : অফিসের তাড়া এখন রাখি।

সোনালি তোমাকে স্বপ্ন দেখে দিনরাত যায়
বদ্ধুর ফোনে সংবাদ রটে তুমি নাকি বাকদণ্ড
আঘাত মাসের আঠাশ তারিখ আশীর্বাদের দিন
মুঠো ফোন বাজে কানে ভেসে আসে সে-গুভ সংবাদ।

সোনালি তোমাকে স্বপ্ন দেখে দিন যায় যায় রাত।
সোনালি তোমাকে স্বপ্ন দেখে দিন যায় যায় রাত।

১৪.৩.২০১০

প্রেমধর্মে বিশ্বাস ভাজন

পাড়ার রিমির সঙ্গে প্রীতিভাব আজও অন্তর্লীন,
প্রতিদিন স্মিক্ষ স্বরে প্রশ্ন করে কেমন আছেন ?
মাথা নিচু করে বলি না রে না ভালো নেই এখন,
জীবনের পাতা থেকে ঝরে গেছে সুধাস্বাদী দিন।
প্রশ্ন তার, সে-বড়ের রাতে কেন ছাড়োনি শহর ?
সবিনয়ে বলি তাকে : জাতপাত কোলীন্য প্রথা
অন্তর্বাসের মতো প্রতিক্রিণ গায় যেন সাঁটা,
ছিঁড়িতে পারি না আমি সে মোড়ক, অমন পামর।

রিমি বলে, চলো বন্ধু করি আজ অন্যএ গমন ;
এ আর হবে না রিমি, সুধীবন্ধু বলে গেছে কাল
নিচকুলে জন্ম বলে প্রিয়াকে সে করেছে নাকাল ;
ব্রাহ্মণপাত্রীর সঙ্গে হবে তার বিবাহবন্ধন।
রিমি বলে : কুলধর্ম ভেজে খাও ব্রাহ্মণ-সন্তান,
মানবতাবাদী আমি, প্রেমধর্মে বিশ্বাসভাজন।

১৭.৩.২০১০

সোনালির মন

সোনালির মন চৈত্রের দিন
চৌচির মাঠ শুকনো কাঠ
বৃষ্টির মাস হাজার বছর দূর

সোনালির মন খান-খান-খান ছত্রখান
ফটা ডিমে লাগে না জোড়া
আকালের দিন চেয়েও কারো মন মিলে না ।

১৪.৩.২০১০

সোনালি তোমার নাম

সোনালি তোমার নাম ফুলের গঞ্জের মতো শুঁকি;

সূর-তাল-গান হয়ে বার-বার কানে বাজে নাম।

সোনালি তোমার নাম অবিরাম গান করে প্রাণ,

নাম থেকে মধু ঝারে রাত্রিদিন অমৃতক্ষরণ।

সোনালি তোমার নাম মন-পাখি অবিরত জপ করে রোজ;

সোনা ঝারে হিরা ঝারে ফুল ঝারে নাম থেকে রোজ।

জপ করে নাম

আকাশ বাতাস নীল চরাচর গোলাপি সবুজ।

সোনালি তোমার নামে ভেসে আসে কুলকুল সূর

আলো তুমি আলো-আলো-আলোর কুসুম;

রাঙা সূর্যা রোজ;

জপ করে নাম

মধুর রসের নদে প্রতিদিন স্নান

জ্বলে ওঠে তারাবলি, জ্বলজ্বল পূর্ণিমার চাঁদ।

২৩.৩.২০১০

শুধু সুরধূনী নয়

সুরধূনী তুমি

রংপালি জলে রাতে ভেসে আসে

মন্দারকুসুম;

পার্থিব নদী

জলে চলে কই প্রকাণ্ড রংই

হাওর কুণ্ঠীর।

২৪.৩.২০১০

বিচিত্র প্রেমের রাজ্য ২

বিচিত্র প্রেমের রাজ্য গঞ্জ তার আদি-অন্তহীন;
এ জগৎ রাত্রিদিন লাল নীল হলুদ সবুজ;
এ ভূবনে কেউ হাসে কেউ কাঁদে কেউ করে মল্লযুক্ত রোজ;
কেউ-কেউ হর্ষ ভরে প্রেম গান করে রাত্রিদিন;
কেউ-কেউ মনোদৃঢ়থে ফাঁস দেয় কেউ খায় বিষ।
বিচিত্র প্রেমের রাজ্য গঞ্জ তার আদি-অন্তহীন;
কেউ-কেউ দুশ্চিন্তায় নিদ্রাহীন থাকে রাত্রিদিন;
কেউ-কেউ হর্ষ ভরে কামকেলি করে অহর্নিশ।

বিচিত্র প্রেমের রাজ্য গঞ্জ তার আদি-অন্তহীন;
পুরুষ প্রিয়াকে তার রাত্রিদিন ডাকে জান-জান;
এক গণ্ডা চুমু খেয়ে প্রেমিকা প্রিয়কে ডাকে প্রাণ;
খুনোখুনি ছাড়াছাড়ি এ জগতে প্রায় প্রতিদিন।
বিচিত্র প্রেমের রাজ্য গঞ্জ তার আদি-অন্তহীন।
কেউ বলে প্রেম সুধা, কেউ বলে তেতো রাত্রিদিন।

২৬.৩.২০১০

নাম জপ করে

বহুদিন মিঠু তোমাকে দেখিন
মন মরুভূমি বহুদিন
নীলাভ চোখের সজল চাহনি
হৃদয় উত্তলা করেনি অনেক দিন
মাথার ওপর খিয়মাণ চাঁদ
মরি-মরি-মরি বেদনায়।

জানি না জানি না কবে হবে দেখা
হয়তো জীবনে মরণে নয়
মন মরা হয়ে পড়ে থাকি ঘরে
ব্যথার কামড়ে নীলকঢ় আমি রোজ
নাম সেধে-সেধে দিন যায় যায় রাত
নাম জপ করে দিন যায় যায় রাত।

১০.৪.২০১০

ରାଧା-କାନୁ— କାନୁ-ରାଧା ଫାଁଦ

ଅବଲୀଲାଙ୍ଗମେ କରୋ ପରକିଆ ଆମି ବଲି ବେଶ
ଆମି କରି ପରକିଆ ତୁମି ତାର ଧରୋ ନାକୋ ଖୁଁତ
ତୁମି ବଲୋ ଆମି ବଲି ପରମ୍ପର ଥାକି ଯେନ ସଂ
ମନ ଜୁଡ଼େ ଥାକେ ଯେନ ଅତି ପ୍ରେମାବେଶ ।

ବିଯୋଗେ-ବିଯୋଗେ ଯୋଗ ରାତଦିନ ମୟୁର ଆବେଶ
ଆମି ଯେନ ପ୍ରବତାରା ତୁମି ଯେନ ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ଚାଁଦ
ଆଜକାଳ ସରେ-ସରେ ରାଧା-କାନୁ— କାନୁ-ରାଧା ଫାଁଦ
ବନବାସେ ଗେଛେ ସୀତା ଉଦ୍ଦୀପି ଶାସନ କରେ ଦେଶ ।

୧୭.୮.୨୦୧୦

অমৃত-ভুবন

পলকে স্বজন হলে, হলে তুমি অস্তরঙ্গ জন;
সুপূর্ফ বলে কথা, হাদয় উজাড় করে দিই;
চোখ তুলে চেয়ে দেখি অঙ্গ জুড়ে লাল-নীল জুই;
পলকে উবশী-রূপ প্রিয় বন্ধু করি উন্মোচন।
এবং প্রেমিক ভেবে সুমধুর সহবাসে ডাকি,
নগরূপ মেলে করি নির্ধিষ্ঠায় আঘা-নিবেদন,
কামাগুণে পুড়ে করি নির্লাঙ্গের মতো আচরণ,
বুকের ভিতরে কত রাঙা পাখি করে ডাকাডাকি।

কামকেলি করে বন্ধু কঢ়ে বারে মধুর পানীয়
পলকে শীতল দিঘি সৃষ্টি হয় বুকের ভিতর।
রাতভর তোমাকে ডাকি ক্ষণে ক্ষণ সুন্দর! সুন্দর!
তুমিও আমাকে ডাকো রাতভর পিউ-পিউ-পিউ।
পলকে স্বজন হলে হলে তুমি অস্তরঙ্গ জন
নরনারী কাছে প্রিয়, যৌনসুখ অমৃত-ভুবন।

২১.৪.২০১০

বহু দার্তা প্রেম

ফুলের দোকানে দেখা, মুখে ছিল বিশ্বজিৎ হাসি
আলো তার পাঁচশো মেগাওয়াট— বন্দরে দাঁড়ানো যেন রূপালি জাহাজ;
চোখ-জুড়ে আগ্নিশিখা, স্বরে ছিল বাঁশির আওয়াজ;
ঘন কালো চুল ছিল হাসি-খুশি অঙ্ককার রাশি।
‘নিমেষে ঈশ্বরী হলে স্নান করে প্রেম- প্রত্বনে;
ভালোবাসা বহু দাতা, স্পর্শে তার দেহলতা আলোর ফোয়ারা—
ধারে কাছে হাসে যেন মধুমাস। দোহারা চেহারা
নারী নিমেষে পরমা; ইচ্ছা করে মাথা রেখে গোলাপি চরণে
গদগদ স্বরে বলি : এসো-এসো সুন্দরীতমা।
পঞ্চম সুহার্দ করে নিমেষেই পুরুষ-রমণী;
স্বর্ণরঞ্জু দিয়ে তার বন্দি করে নরনারী-মণি।
ভালোবাসা বহু দাতা, স্পর্শে তার নরনারী পিয়-প্রিয়তমা;
স্পর্শে তার প্রতি নারী দেবদূতী, ঈশ্বরী-সমান
প্রতিটি পুরুষ যেন নারী কাছে পিয় ভগবান।

৫.৫.২০১০

ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଚୌଦ୍ଦତଳାଯ ଦୁଃଜନେର ବାସ
ମାଝେ- ମାଝେ ଦେଖା ଲିଫଟେ ବାରାନ୍ଦାଯ
ଉନ୍ମୀଲିତ ଚାରଟି ଚୋଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ
କେ ତୁମି
ମଧୁରତମ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଅଭିଯାତେ
ମନେ-ମନେ ଏକଜନ ଅନ୍ୟଜନକେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜାନାଇ ।

୯.୫.୨୦୧୦

ডাল থেকে ডালে বাস

ডাল থেকে ডালে বাস, হে পুরুষ দূরবাসী রোজ,
গাঞ্জে- গাঞ্জে, বিলে-বিলে ওড়াওড়ি আমার অভ্যাস;
লোহিতের জলে আজ, কাল নীল যমুনায় বাস;
দূরে- দূরে করি বাস, এ হাদয়ে প্রীতিনীড় করো নাকো খোঁজ।
হে পুরুষ, প্রতিক্ষণ শ্রীতিশীল আমার হাদয়,
আঘাপ্রেমে ডুবে থাকা চিরকাল আমার স্বভাব,
প্রীতিভূমি প্রতিনীড় থেকে আমি দূরে থাকি হবে নাকো ভাব,
হে পুরুষ, রতিখেলে প্রীতি খুঁজি, মন করি জয়।

হে পুরুষ প্রেম নয়— কামকেলি আমার স্বভাব,
সঙ্গোপনে সখি বলে ডাক দিলে বুকে লাগে সল্মোহন-বাণ,
অঙ্ককারে একাকার হয়ে যায় দু'জনার প্রাণ,
মৃহূর্ত মহিয়ী আমি, তুমি হও আমার নবাব।
ডাল থেকে ডালে বাস, হে পুরুষ দূরবাসী রোজ
ভুলে তুমি এ হাদয়ে প্রীতিনীড় করো নাকো খোঁজ।

১৩.৫.২০১০

সোনালি ফাঁদ

চোখে ছলনা মুখে ছলনা

ছলনার তুমি ফুলবুরি

গোলাপি সোনালি ঝঁপালি ফাঁদ

পনেরো-আনা ছলনা গাছ।

নদীর জলে নীলাভ কুমিরি

ডাঙায় সবুজ বরণ সাপিনি

যেন ডোরাকাটা ঝঁপসী বাঘিনি

গোলাপি-সোনালি-ঝঁপালি ফাঁদ।

পনেরো আনা ছলাকলা তুমি

আপাদমস্তক সোনালি ফাঁদ।

১৯.৫.২০১০

প্রেম কারো গ্রীতদাস নয়

কন্যার বয়সী নারী চোখে মুখে আলোক রঙিন;
তাকে রোজ পিয়া ডাকি, পিয়া বলে করি সর্বোধন।
জেনে শুনে বিষপান, বিষ যেন অমৃত-সমান;
জানি-জানি অসম্ভব সম্ভব করা কী সুকঠিন।
কন্যার বয়সী নারী চোখে তার বিদ্যুৎ-চমক,
গায়ে তার রাত্রিদিন সন্ধ্যা ভোর জ্বলে রাঙা আলো;
তাকে রোজ প্রেমে ডাকি, অহর্নিশ মন থাকে ভালো।
বাপ তার রেগে বলে : সাবধান, বিশ্বাস ঘাতক।

মেয়ে বলে : তর্জন-গর্জন প্রেম অক্ষেপ করে না;
প্রেম কারো উপদেশ-মতো নয় সচল-অচল;
নয় কারো গ্রীতদাস, নিজ পায়ে ভর করে তার চলাচল।
প্রেমাপ্তু নারী বলে : হে পুরুষ, যেয়ো না- যেয়ো না।
শক্ত হাতে মুঠো ধরে দুজনায় মিলে বাঁধব ঘর
অচিরাং শুভ শান্তি, থেমে যাবে কড়-কড়-কড়।

১৫.৬.২০১০

দৃশ্যত রূপা

হেসে-হেসে কথা বলা তোমার স্বভাব,
তার মানে এই নয়, মনে আছে হাসি-খুশি ভাব।
সব কিছুতে তোমার প্রতিদিন অতি অভিনয়
মাইরি তোমার কাছে রোজ পরাজয়।

নারী তুমি যেন এক দুর্বোধ্য কবিতা,
যদিচ দৃশ্যত, রূপা, উদিত সবিতা।

২৩.৬.২০১০

সোনালি ফেরে না

প্রায় প্রতিদিন কফি হাউসে
সোনালি আসিত
পাশাপাশি বসে কবিতা পড়িত
খুশ-মেজাজে মাঝে-মাঝে ধীরে
গল্প করিত
সোহাগ করিত হাত ধরে
ভুলেও এখন সোনালি আসে না।

জেনে গেছি আজ
পৃথিবীর সব প্রেমের গল্প
করণ ট্র্যাজেডি
কারো সোনালি ফেরে না।

১.৭.২০১০

স্বজনকাঁটা সুন্দরী

স্বজন কাঁটা সুন্দরী
কোথায় রাখি কোথায় রাখি
মাথায় রাখলে গঞ্জ ছড়াও
ব্যতিক্রমে অশনি
বরৎ আভয় মুদ্রা দেখাও
চরণ চুমে চাকর হব
তুমি হবে প্রাণ সজনী
চিরকালীন নয়নমণি।

৫.৭.২০১০

এঁদো ঘরবাড়ি

তোমার প্রগয়ে পড়ে রাত্রিদিন হাবু-ডুবু থাই,
আর তুমি পাথরীর মতো স্থির, নির্বিকার রোজ;
অনস্ত অসুখে মরি, ভুলে তুমি করো নাকো খোঁজ;
পিয়া-পিয়া ডাক ছাড়ি, পিয়া চোখে অশ্র বিন্দু নাই।
অমন নিষ্ঠুর তুমি, ভুলে কথা বলো না সুন্দরী,
যেন তুমি মৃত তরু, প্রেমালাপ সন্তব নয়;
কিষ্মা যেন কোনোদিন ভুলে তুমি দেখোনি আমায়
বিদায়-বিদায় ধনি, দৃঢ়খভাবে মরি-মরি-মরি।

দুঃখাঘাতে মরি-মরি, মিলন হবে না ভুলে জানি;
ঝারে গেছে সুখ-স্বপ্ন, অবিরত অসুখ অপার,
সূর্যচাঁদ তারকার আলো দূর করে না আঁধার,
অবিরাম অঙ্ককার দেখে-দেখে দুই চোখে ছানি।
কী যে করি কী যে করি ক্ষণে-ক্ষণ বেদনায় মরি
মরণ-মরণ শ্রেয়, প্রেমাভাবে এঁদো ঘরবাড়ি।

১৫.৭.২০১০

প্রেম-প্রেম, মায়াবী নিষাদ

জন্ম ভর অৰ্থেণ করে গেছি প্রেম কারে কয়,
দেখেছি, বুঝিনি তারে। প্রেম-প্রেম, মায়াবী নিষাদ।
শত রং বাগ ছুঁড়ে জয় করে সমস্ত হৃদয়
পলাতক; কোথা থেকে কোথা যায় ছড়িয়ে বিষাদ।
প্রেম-প্রেম, জন্মান্ধের কাছে যেন লাল গোল চাঁদ।
অসম্ভব পূর্ণ অনুভব, অন্তরালে সিংহভাগ তার।
ফাঁদে ফেলে নরনারী বশ করে মায়াবী নিষাদ,
ফাঁদে পড়ে নরনারী প্রতিদিন করে সংসার।

প্রেম, মায়াবী নিষাদ— পুষ্পধূ তার অন্য নাম,
তাকে দেখে জেগে ওঠে, উল্লিখিত নরনারীকুল;
ভুবনমোহন রূপ, গাছ-ভরা পারিজাত ফুল
চিরকাল রূপরাজ, পূজে লোকে দণ্ড-পল-যাম।
প্রেম, মায়াবী নিষাদ— মধুরাতে যেন গোল চাঁদ,
রূপ দেখে মুক্ত লোক, অসম্ভব স্বরূপ আস্বাদ।

১৬.৭.২০১০

সে আসে না

সে আসে না
চার পাশে মাথা ঝাড়ে বেদনার গাছ
ঝারে শুধু বিরহ আসার
ধারে-দূরে অন্ধকার রাত

এলে হবে সূর্যোদয়
কাছে দূরে তারার দেয়ালি।

২১.৭.২০১০

অরূপ রতন প্রেম

অরূপ রতন প্রেম
সে রতন অলকার পারিজাত ফুল
যদিচ প্রেমিকা থাকে দুশে মাইল দূর
সে ফুলের ঘাণে তার রাত্রি হয় ভোর।

অরূপ রতন প্রেম
রূপ তার মেঘে ঢাকা চাঁদের মতন
অতল সাগর-জলে জেগে-ওঠা প্রবাল-পাহাড়
অঙ্ককারে হাসি-খুশি গঙ্গরাজ ফুল।

অরূপ রতন প্রেম
সে রতন অলকার পারিজাত ফুল
দৃশ্যের বাহিরে তার মুখ
ছায়াবৃত মায়াবৃত মেঘাবৃত রোজ
অরূপ রতন প্রেম
ত্রিনয়ন ত্রিনয়নী দেখে তার রূপ।

২১.৭.২০১০

তুমি এল ২

তুমি এলে
মন দোলা দেয়
সবুজ আলো ছড়িয়ে পଡ়ে
অঙ্গনে
হাতের কাছে
ভোরের সূর্য পূর্ণিমা-চাঁদ
মুক্তি বাঁধন—
মাঝে

তুমি এলে
মন দোলা দেয়
স্বর্গ নাচে গাছে
মাথার কাছে
হাতে।

১০.৯.২০১০

অস্তর্ধান

নবমীর রাত
পূজা মণ্ডপে আধ-ঘন্টা কাল
মুখোমুখি বসে চোখে-চোখে কথা

আজ দশমী
দেবীর সাথে কৈলাসে নয়
দূর প্রবাসে তোমারও অস্তর্ধান।

১৫.৯.২০১০

ରମଣୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ହେ

ଦୁଇ ହାତେ ଖୋଡ଼େ ଫେଲେ
ଜାମଦାନି ଶାଡ଼ିର ବାହାର
ମନେ-ପ୍ରାଣେ ନମ୍ବ ହେ ନାରୀ
ତଥନ-ତଥନ ତୁମି ସାନ୍ଧାଏ ଟେଷ୍ଟରୀ ।

ରମଣୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ହେ ପୂଜା ପାବେ ରୋଜ
ରମଣୀ ଅପରାହ୍ନ ହେ ପୂଜା ପାବେ ରୋଜ
ଦୁଇ ହାତ ଖୋଡ଼େ ଫେଲେ ଅନ୍ଧକାର ରନ୍ଧା
ନମ୍ବ ହେ ନମ୍ବ ହେ ପୂଜା ପାବେ ରୋଜ ।

୨୨.୧୦.୨୦୧୦

ଭଦ୍ରକାଳୀ ରକ୍ଷାକାଳୀ ହେ

ବୋଡ଼େ ଫେଲେ ଛିନ୍ମମନ୍ତ୍ରା ରଗଚଣ୍ଡୀ ରୂପ
ଭଦ୍ରକାଳୀ ରକ୍ଷାକାଳୀ ହେ
ପାଦପଥେ ପୁଜୋ ଦେବ
ପଦତଳେ ପଡ଼େ ଥାକବ କ୍ରିତଦାସ-ପ୍ରାୟ
ନାରୀ ତୁମି ରକ୍ଷାକାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ ହେ ।

ଭଦ୍ରକାଳୀ ହେ ତୁମି ବରାଭୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଖାଓ
ଅନୁଗତ ଭେଡ଼ା ହବ
ପାଦପଥେ ପାଡ଼େ ଥାକବ ପାତ୍ର-ଭଙ୍ଗ ସାରମେଯ ପ୍ରାୟ
ବୋଡ଼େ ଫେଲେ ଛିନ୍ମମନ୍ତ୍ରା ରଗଚଣ୍ଡୀ ରୂପ
ନାରୀ ତୁମି ଭଦ୍ରକାଳୀ ରକ୍ଷାକାଳୀ ହେ ।

୨୩.୧୦.୨୦୧୦

দিন ভালো আজ

দিন ভালো আজ
গোলাপি ঝপালি সোনালির মন
শান্তির নীড় ঘর-বাড়ি
লাল নীল বাড় চরাচরে
দিন ভালো আজ
আস্ত পৃথিবী মুহূর্ষ মোহিনী।

১.১.২০১০

ଚିର ପ୍ରେମ ନୟ

ଆଧ-ଘଣ୍ଟା କାଳ ସଙ୍ଗିନୀ ହୁଏ ସୋନାଲି
ଚୋଖେ ଚୋଖେ କଥା ଠୋଟେ ମୁଖେ କଥା
ଗାୟେ-ଗାୟେ ହବେ ମିତାଲି
ତାରପର ତୁମି ହାଓଯା ହରେ ଯାଓ
ପାଖିର ମତୋ ଯାଓ ଉଡ଼େ ଯାଓ ସୋନାଲି

ଚିର ପ୍ରେମ ନୟ

ଆଧ-ଘଣ୍ଟା କାଳ ସଙ୍ଗିନୀ ହୁଏ ସୋନାଲି ।

୬.୧୧.୨୦୧୦

কী মোহন রূপ

কী মোহন রূপ !
ডানা-কাটা পরি যেন যেন দেবদূতী
রূপাণনে জরজর পুড়ে-পুড়ে মরি
বলো যদি কোনখানে ঘরদোরবাড়ি
বাঁচি, থাণে বাঁচি
পাখি হয়ে ঘর বাঁধি খুব কাছাকাছি ।

৯.১১.২০১০

উন্মাদ-উন্মাদ

আশিতে প্রণয়-গঙ্কে উন্মাদ-উন্মাদ,
নারী প্রাণ, নারী ধ্যান, নারী চিন্তামণি;
মধ্যমণি করে তাকে অমৃত আস্বাদ;
নচেৎ নচেৎ যেন মণি-হারা ফণী।
আশিতে প্রণয়-গঙ্কে উন্মাদ-উন্মাদ,
নারী কাছে এলে ওঠে প্রেম-নদে বান;
মেঠো পথে হাঁটে রোজ লাল গোল চাঁদ,
রূপাঙ্গনে পুড়ে রোজ জলজল প্রাণ।

আশিতে প্রণয়-গঙ্কে উন্মাদ-উন্মাদ,
প্রেমাঙ্গনে জলে পুড়ে স্বর্ণমূগ রোজ,
বলে উঠিঃ প্রেম-প্রেম সাভানা সবুজ,
অমরার অমৃতের মতো তার স্বাদ।
আশিতে প্রণয় গঙ্কে উন্মাদ-উন্মাদ,
দেহগঙ্কে কামগঙ্কে অমৃতের স্বাদ।

১১.১১.২০১০

সব প্রেম মিঠে

ভদ্রমহিলার প্রেম মিঠে

খানকির প্রেম মিঠে

বার-বার বৃষ্টি

রং তার রামধনু রং

মরি-মরি-মরি প্রেম।

ঠিকা-বির প্রেম মিঠে

হরিজন মহিলার প্রেম মিঠে

লাল গোল চাঁদ

রাঙা রোদে বামবাম বৃষ্টি

মরি-মরি-মরি প্রেম।

১৬.১২.২০১০

সাত-সকালে

সাত- সকালে মনের ভেতর সুন্দরীতমা
গুণগুণ গাই নাম
রঞ্জনুনু বাজে নাম
মরি-মরি-মরি মধুর প্রেম !

সাত সকালে মনের ভেতর সুন্দরীতমা
আকাশে বাতাসে মধুর কাকলি
পৃথিবী স্বর্গধাম
মরি-মরি-মরি মধুর প্রেম !

সাত-সকালে মনের ভেতর সুন্দরীতমা
রঞ্জনুনু বাজে নাম পৃথিবী স্বর্গধাম।

২৪.১২.২০১০

জয়-জয়-জয় সোনালি

সোনালি তোমার প্রেম
ছুঁয়েছে আকাশ ছুঁয়েছে বাতাস
ছুঁয়েছে সাগর ছেয়েছে ভুবন-বাড়ি
ছুঁয়েছে তারার রূপালি
প্রেমের ছোঁয়ায় মরি-মরি-মরি-মরি।

সোনালি তোমার প্রেম
সাত সাগরের নীল
যেন বা পান্না যেন বা চুনি যেন বা মহামণি
সোনালি তুমি সৃষ্টিতারা আমার মধ্যমণি
জয়-জয়-জয় সোনালি।

৫.১.২০১০

মনে পড়ে রোজ

সোনালি তোমাকে ভীষণ করে মনে পড়ে রোজ
স্বপ্নে জাগরণে বসে আছো মনে সুন্দরীতমা
রোজ মনে হয় এই যেন এলে গৌহাটি মুঘাই প্লেনে
ইচ্ছা করে কথা বলি কানে-কানে
জানি-জানি-জানি কানে-কানে হবে না কথা
কথা হবে শুধু টেলিপ্যাথি যোগে ।

সোনালি তোমাকে ভীষণ করে মনে পড়ে রোজ ।
জানি-জানি-জানি সোনাবরা দিন ঘরে গেছে জলে
নির্জনে বসে ফিস-ফিস স্বরে হবে না গোলাপি কথা
শুধু জানি এই তুমি আছো আছি আমি
মাঝে-মাঝে হবে টেলিপ্যাথিয়োগে কথা
সোনালি তোমাকে ভীষণ করে মনে পড়ে রোজ ।

৫.১.২০১০

ବାରେ ଗେଛେ ପ୍ରାଣ

କାହେ ଛିଲେ ତୁମି ଯୌବନ ଛିଲ ସୋନାଲି

ରଙ୍ଗାଳି ଗୋଲାପି ରାମଧନୁ ରଂ

ଜୀବନ ଛିଲ ମୟୁର-ପେଥମ

ଗୋଲାପି ସୋନାଲି ହାଜାର ରଂ

ଆଜ ତୁମି ଦୂରେ

ଜଲେ ବାଡ଼େ ଗେଛେ ସୋନାଲି ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗାଳି ଦିନ

ହାଓଯା ହେଁ ଗେଛେ ରାମଧନୁ ଦିନ

ଆଁଧାରେ ବନ୍ଦି ବାରେ ଗେଛେ ପ୍ରାଣ ବାଜେ ନା ବୀଣ ।

୫.୧.୨୦୧୧

বহুবর্ণ প্রাণ

তুমি তো ছিলে সোনালি গোলাপি সুনীল বরণ প্রাণ
তোমার কাছে মহামোদে যেতাম আমি প্রাণ
শীতের রাতে তোমার গায়ের রোদ পোহাতাম প্রাণ
গরম দিনে তোমার গায়ের হাওয়ায় করতাম স্নান
বারোটি মাস তোমার কাছে যেতাম আমি প্রাণ
তোমার গায়ে শরীর সেঁকে গাইতাম আমি গান
ঝিলমিলঝিল জ্যোৎস্না বরণ ছিল তোমার প্রেম
ঝিকমিকবিক রূপ দেখে তার হন্দয় যেত খুলে
তুমি তো ছিলে সোনালি গোলাপি সুনীল বরণ প্রাণ
তোমার কাছে পাখির মতো নিয়ত উড়ে যেতাম
গানে-গানে-গানে রাত পোহাত তোমার গায়ের রোদ পোহাতাম প্রাণ
তোমার গায়ে শরীর সেঁকে গাইতাম আমি গান
গান ছিল সব সোনার বরণ হীরার বরণ মণির বরণ প্রাণ।

৭.১.২০১১

সে আমার সুন্দরীতমা

তার সজল কাজল চোখের আলোয় করি স্নান
তার কাজল চুলের অঙ্ককারে করি আন
তার রংপের বাহার জ্যোৎস্নার মতো করে মোহিত
তার মুখের মাধুরী কুসুমের মতো করে মোহিত

সে আমার সুন্দরীতমা

তার আশমান-ছোঁয়া প্রেমের আলোয় আমি করি স্নান

তার মধুর স্বর শুনে করি প্রেম গান

সে আমার সুন্দরীতমা

তার ভালোবাসা মহাকাশের মতো করে থাস

তার ভালোবাসা মহারাত্রির মতো করে থাস।

সে আমার সুন্দরীতমা

তার প্রেমের নদে আমি ভাসমান আমার কঢ়ে তার মন্দার মালিকা

সে আমার সুন্দরীতমা

তার প্রেমের আলোয় আমি করি স্নান

তার প্রেমের নদে আমি ভাসমান।

৭.১.২০১১

ভালবাসায় টান পড়েনি

গ্রামের ছেলে কলেজে পড়ি
শিলং থেকে শ্রীলা এল
চাঁপা বরণ মেট্রিকুলেট অষ্টাদশী
শ্রীলার সঙ্গে ভালোবাসা মনের ভিতর আলোর খেলা
রোজ সকালে যেতাম আমি শ্রীলার বাড়ি
আদর করে শ্রীলা দিত চামের সঙ্গে মাখন-রুটি
জ্যেষ্ঠ মাসে আমি কাঁঠালের গন্ধ মধুর থালাখানি
মাঝে-মাঝে আড়াল থেকে শ্রীলা দিত মুচকি হাসি
চোখে তাহার ফুটে উঠত হিরার দৃষ্টি

পূজার দিনে সমস্ত ক্ষণ থাকতাম আমি শ্রীলার বাড়ি
গন্ধভরা পাঁচ ব্যঞ্জনে শ্রীলা দিত ভাতের থালি
জলের ঘাটে স্নান করতে শ্রীলা যেত দুপুরবেলা
শ্যামল গাছের ছায়ায় হতো নিত্য দেখা
নয়ন ভরে দেখত শ্রীলা দেখতাম আমি নয়ন ভরে
শ্রীলা এখন শিলংবাসী আমার আবাস গুয়াহাটি
মনে পড়ে মনে পড়ে ভালোবাসায় টান পড়েনি।

৮.১.২০১১

শ্রীলা ভালো থাক

শ্রীলা ছিল প্রথম প্রিয়া
এখন শ্রীলা কই ?
রূপ ছিল তার পরির মতো
লক্ষ্মী দেবীর মতন ছিল মুখ
সোনার বরণ অঙ্গে ছিল
কঁঠালি-চাঁপার ঘ্রাণ
চোখ ছিল তার কাজল আকাশ
জ্যোৎস্না ছিল হাসে

শ্রীলা আমার প্রথম প্রিয়া
শ্রীলা এখন কই ?
কেউ বলে সে শিলংবাসী
কেউ বলে সে কাশীবাসী
হে ভগবান শ্রীলা ভালো থাক ।

৯.১.২০১১

କନ୍ୟାର ବୟସୀ ନାରୀ ପ୍ରେମ କରେ

କନ୍ୟାର ବୟସୀ ନାରୀ ପ୍ରେମ କରେ ଆମି କୀ ଯେ କରି !
ବଲିତେ ପାରି ନା ତାରେ ଯାଓ-ଯାଓ ପ୍ରଗୟେ ଅରୁଚି;
ତାର ଖାଁଟି ପ୍ରେମ ରୋଜ ଏ ହଦୟ କରେ ଶୁଭ ଶୁଟି;
ପ୍ରେମ ତାର ସଞ୍ଜୀବନୀ, ହର୍ଷ-ବାଡ଼େ ମରି-ମରି-ମରି !
ପ୍ରେମ ତାର ସୁନିମଳ ଜଳାଶୟ, ସୁନୀଲ ସାଗର,
ମେଇ ଜଳେ ଭାନ କରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାନ୍ତି-ନୀଡେ ବାସ ।
ପ୍ରେମ ତାର ଆଲୋ-ଆଲୋ, କୀ ଅମଲ ଆଲୋର ବାତାସ !
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କାମିନୀ ମେ, ଆମି ତାର ଉଚ୍ଛଳ ନାଗର ।

କନ୍ୟାର ବୟସୀ ନାରୀ ପ୍ରେମ କରେ ଆମି ତାର ହେମ;
ତାର ମିଠେ ପ୍ରେମଭୂମେ ରାତଦିନ ଆମାର ବସତ ।
ଜେନେ ଗେଛି ଏ ରମଣୀ ପ୍ରୀତିଦାନେ ଏକଶୋ ଭାଗ ସ୍ବ,
ମେ କାରଣେ ଜୁଲାଜୁଲ ମଧ୍ୟହାର ଏ ନାରୀର ପ୍ରେମ ।
କନ୍ୟାର ବୟସୀ ନାରୀ ପ୍ରେମ କରେ ଆମି ପିଯ ତାର
ବଲେ ନାରୀ ଏକଇ ଚିତାୟ ଯେନ ଦାହ ହୁଁ ତୋମାର ଆମାର ।

୧୩.୧.୨୦୧୧

পরকীয়া

পরমা সুন্দরী কল্যা কী মধুর ঘোন আবেদন !
মাঝরাতে কড়া নাড়ো কী মোহন পরকীয় প্রেম !
আমি ডাকি রাঙা পাখি, বেনে বউ, তুমি : হীরামন
ফিসফিস স্বরে ডাকো রূপরাজ, প্রেমী ঘনশ্যাম।
আমি বলি : ভালো-ভালো, পরকীয়া মণিরত্ন হেম।
তুমি বলো : প্রতিক্ষণ হাতে যেন পূর্ণিমার চাঁদ।
তুমি বলো : অরূপ বরণ রাজ্য পরকীয়া প্রেম।
তুমি বলো : সাধু-সাধু, অমৃতের মতো তার স্বাদ।

পরমা সুন্দরী কল্যা কী মধুর ঘোন আবেদন !
আলো-বাঢ় পরকীয়া মনোভূমে জুলে জুলজুল,
নগ্ন রূপ দেখে রোজ প্রাগমন বাজে ঝানঝান,
সোনালি গোলাপি স্পর্শে নদী বয় কলকলকল।
পরমা সুন্দরী কল্যা মরি-মরি কী মধুর রূপ।
তুমি বলো আমি বলি : জয়-জয় পরকীয়া মধুর অরূপ।

১৮.১.২০১১

প্রেম জুলে, জাদু বারে

চোখে তোর প্রেম জুলে, মুখ থেকে জাদু বারে মেয়ে।
তুই রোজ লাল পরি নীল পরি আমার সকাশে;
তোকে স্বপ্নে জাগরণে প্রতিদিন দেখি আশে-পাশে;
প্রতিক্ষণ প্রাণমন বসে থাকে তোর পথ চেয়ে।
প্রতিদিন কী যে মিঠে রূপ তোর দেখি স্বপ্নলোকে।
প্রতিক্ষণ প্রাণমন রাত্রিদিন তোকে দেখে মেয়ে
পাগলের মতো নাচে হলস্তুল পড়ে ভুলোকে।
প্রাণ নাচে মন নাচে অলৌকিক প্রেমসুধা খেয়ে।

চোখে তোর প্রেম জুলে, মুখ থেকে জাদু বারে মেয়ে।
প্রতিদিন রাত্রিদিন মনে পড়ে তোকে;
বলমল প্রেমালোক প্রাণমন দেহে গেছে ছেয়ে;
রাতভর তোর সাথে দেখা হয় রোজ স্বপ্নলোকে।
চোখে তোর প্রেম জুলে, মুখ থেকে জাদু বারে মেয়ে।
প্রাণমন দেহখানি বসে আছে তোর পথ চেয়ে।

২৮.১.২০১১

ଅବ୍ୟାଖ୍ୟାତ

ଶହର ମୁନ୍ଦାଇ
ଲିଫଟେ ଏକତଳା ଥିକେ ତ୍ରିଶତଳା ଯାଛି
ପାଶେ ଅପରିଚିତ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାବମହିଳା
ଲିଫଟେ ଥିକେ ନାମାର ସମୟ ତାର ସ୍ଵଗତୋତ୍ତମ
ଧନ୍ୟବାଦ
ଏ ଧନ୍ୟବାଦେର ଅର୍ଥ କଥନୋ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିନି ।

୨୮.୧.୨୦୧୧

ବାରା ପାତା

ଆଶୀର୍ବଦିର ସରେ ବାସ
ତରକୀ ତୋଲେ ନା ତାର ମନୋହର ଚୋଥ
କବିତା ଝାରେ ନା ଆର ଡଟ-ପେନ ଥେକେ
ବାରା ପାତା ଆଜ !

୨୫.୩.୨୦୧୧

ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅସତୀ ହେ

ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅସତୀ ହେ, ହାତେ ପାବେ ଲାଲ ଗୋଲ ଚାଁଦ,
ହାସନୁହାନା ଗଞ୍ଜରାଜ ଚାଁପା ଗଞ୍ଜେ ଭରେ ଯାବେ ସର;
ତୋମାର ଓ ନନ୍ଦ ଗାୟେ ଚମୁ ଥାବେ ପରମ ସୁନ୍ଦର;
ଜାଦୁଦଣ୍ଡ-ଛୋଯା ପାବେ ଘରବାଡ଼ି, ଅପାର ଆହ୍ଲାଦ ।
ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅସତୀ ହେ, କୁସୁମିତ ହବେ ଚରାଚର,
କାହେ ପାବେ ହାସି-ଖୁଣି ମନସିଜ ପାଶେ ମଧୁମାସ;
ଶିରୋପରେ ଦେଖା ଦେବେ ଝଲମଳ ସୁନୀଳ ଆକାଶ;
ହେମେ ଉଠିବେ ଚରାଚର, ସବକିଛୁ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ।

ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅସତୀ ହେ, ହାତେ ପାବେ ପରଶପାଥର
ଏ ଜୀବନ, ଚରାଚର ହୁଯେ ଯାବେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ।

୪.୫.୨୦୧୧

গোপনে

গোপনে অসতী হও, আমি হব তোমার কিঙ্কর;
কামাতুর লস্পটের মতো ভোগ করব সুন্দরী;
রাত্রিদিন মুহূর্ষ তুমি হবে সুপ্রিয়া নাগরী;
নিয়ত ভজনা করে আমি হব তোমার সুন্দর।
গোপনে অসতী হও, একাকার দুলোক-ভুলোক;
চারপাশে ভূমরের গুঞ্জরন, দোয়েলের গান;
সবখানে সুবাতাস, প্রেমস্পর্শে গীয়মান প্রাণ,
সবখানে রাত্রিদিন অপার্থিব আলোর ঝলক।

গোপনে অসতী হও, আমি হব তোমার কিঙ্কর;
মুহূর্ষ মধুময় চরাচর পৃথিবীর ধূলি;
হর্ষভরে আসমুদ্র হিমাচল খাবে চন্দ্ৰপুলি;
চারপাশে স্বর্গখণ্ড, জুলজুল পরশপাথর।
গোপনে অসতী হও, মধুময় বিশ্বচরাচর;
তুমি হবে দিব্যনারী, আমি হব তোমার সুন্দর।

৫.৫.২০১১

ରାଙ୍ଗା ବଟୁର ପ୍ରେମ

ରାଙ୍ଗା ବଟୁର ପ୍ରେମେ କତ ଫୁଲ ଫୋଟେ
କତ ମଧୁ ବାରେ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ସ୍ନାନ
ରାଙ୍ଗା ବଟୁର ପ୍ରେମ ଘୋଲୋ-ଆନା ଖାଁଟି
ତାର ପ୍ରେମେ ଜୁଲେ ଲାଲ ଗୋଲ ଚାଁଦ
ଜୁଲଜୁଲଜୁଲ ସକାଳେର ରୋଦ
ରାଙ୍ଗା ବଟୁର ପ୍ରେମେ ଉଛଲେ ପଡ଼େ ସ୍ଵର୍ଗଲୋକେର ସୁଷମା

ରାଙ୍ଗା ବଟୁର ପ୍ରେମ ଘୋଲୋ-ଆନା ଖାଁଟି
ପ୍ରେମ ଥିକେ ବାରେ ସୋନାଲି ବୃଣ୍ଟି
ଘରଦୋର କରେ ରାଙ୍ଗା ରାଙ୍ଗା ବଟୁ
ଘରଦୋରେ ନାମେ ଅଲକା
ଜୟ-ଜୟ-ଜୟ-ଜୟ ରାଙ୍ଗା ବଟୁ
ରାଙ୍ଗା ବଟୁର ପ୍ରେମେ ସୋନା ବାରେ ରୋଜ

ରାଙ୍ଗା ବଟୁ ପ୍ରେମେ ରାଧାରାନି ଯେନ
ଜୟ-ଜୟ-ଜୟ-ଜୟ ରାଙ୍ଗା ବଟୁ ।

୬.୫.୨୦୧୧

ই-মেল...

শ্রীলা ছিল প্রামসুন্দরী
রং ছিল তার ধানের বরণ
হিরার বরণ হাস্য
নীলার বরণ চুল ছিল তার
রূপ ছিল তার পরির মতন।

শ্রীলার ভালোবাসার ফাঁদে
বন্দি ছিলাম দ্বাদশ বছর
এখন শ্রীলা মিরাটবাসী
প্রণয় করে ই-মেল করে
দিল্লি থেকে আমিও রোজ
প্রণয় করি ইন্টারনেটে।

১৭.৫.২০১১

ନନ୍ଦ ଅଙ୍ଗ

ମାଝରାତେ ନୀଳାଲୋକେ ନନ୍ଦ ଅଙ୍ଗ ସର ବାଲମଳ;
ଚୁମାଙ୍ଗଳି ବୋମା ଯେନ ବରବର ପାଶୁପତ ବାଣ;
ଫିସଫିସ ସ୍ଵରେ କଥା : ପ୍ରେମାଯାତେ ବାରେ ଯାଯ ପ୍ରାଣ
ପ୍ରିୟା-ପ୍ରିୟ ଧବନି ଯେନ ଶ୍ରାବନେର ନଦେ ବଯ କଳକଳକଳ ।
ନୀଳାଲୋକେ ନନ୍ଦ ଅଙ୍ଗ, ସ୍ଵର୍ଗତୁଳ୍ୟ ସାରା ଚରାଚର;
ଆଶେପାଶେ ଚାଁଦ ଜୁଲେ, ତାରାବଳି ଜୁଲଜୁଲଜୁଲ;
ବାଲମଳ କାଁଚା ଅଙ୍ଗ ଚୁଲ୍ଲୁଚୁଲ୍ଲ ଢଳଢଳଢଳ;
ନନ୍ଦ ଅଙ୍ଗ ସ୍ଵର୍ଗପଦ୍ମ ଜାଦୁଦଣ୍ଡ ପରଶପାଥର ।

ନନ୍ଦ ରୂପ ଅପରୂପ, ଯେନ ତୁଟ୍ଟ ଦେବତାର ବର;
ନନ୍ଦ ଅଙ୍ଗ ଭୋଗ କରେ ପ୍ରିୟ କରେ ଆଞ୍ଚ-ନିବେଦନ;
ନନ୍ଦ ଅଙ୍ଗ ଭୋଗ କରେ ମଧୁ-ମଧୁ, ସୁଧା ଆସାଦନ;
ନନ୍ଦରୂପ ଅପରୂପ ଯେନ ଦେବୀଧଡ଼ ।
ନନ୍ଦ ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରିୟା-ପ୍ରିୟ ମନପ୍ରାଣ କରେ ସମର୍ପଣ;
ସମ୍ମିକଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଚେ, ତାରା ନାଚେ, ନାଚେ ତ୍ରିଭୁବନ ।

୯.୬.୨୦୧୧

সুখস্মৃতি

দিন ছিল সোনা-ঝরা, তুমি ছিলে সোনালি আসার;
ছায়াতরু ছিলে তুমি, দিন যেত কী অবলীলায়;
কী মধুর গঞ্জ ছিল দিনরাত বাতাসের গায়,
সাতরঙা রামধনু ছিল হাতে তোমার আমার;
আকাশ সোনালি ছিল, সারাঙ্গণ সবুজ বাতাস;
দোয়েল-কোয়েল পাখি কী মধুর গেয়ে যেত গান !
তোমার আমার স্বর ছিল যেন সুমধুর তান,
প্রতিক্ষণ প্রীতিধার ছিল পৃষ্ঠী, গোলাপি আবাস।

সোনালি গোলাপি দিন ঝারে গেছে স্মৃতিগুলি বেঁচে;
স্মৃতি পথে সোনাবরা দিন হাসে সুখস্মৃতি হাঁটে;
আলো-আলো, পৃষ্পবৃষ্টি আনাচে-কানাচে, পথে-ঘাটে
দিন যায়, রাত যায়, পথে-পথে সুখস্মৃতি সেঁচে;
সুখস্মৃতি তুমি-তুমি রাতদিন বিশল্যকরণী,
ক্ষণে ক্ষণ পৃষ্পবৃষ্টি, আলোকিত সমূহ সরণি।

২৬.৬.২০১১

প্রিয় আজ অমা

জীবনে হবে না দেখা জানি-জানি-জানি প্রিয়তমা,
মন কাঁদে, প্রাণ কাঁদে, কেঁদে ওঠে সমস্ত শরীর;
রাতজাগা পাখি-প্রায় দিন যায়, বিরহে অস্থির;
এ জীবন তরঙ্গিত নদী যেন বলি: ভালো অমা।
অগ্নিকৃষ্ণে ঝাঁপ দিয়ে বলে উঠি: শাস্তি-শাস্তি প্রিয়া।
বলে উঠি: ভালো-ভালো, মৃত্যু ভালো, অমৃত-সমান;
বিরহ-আগুনে পুড়ে মরি-মরি রোজ শ্বিয়মাণ;
দুর্বার আগুনে জুলে প্রাণ পোড়ে, দাউ-দাউ হিয়া।

জীবনে হবে না দেখা জানি-জানি-জানি প্রিয়তমা,
বিরহ-আগুনে পুড়ে দাউ-দাউ ভিতর-বাহির;
আনাচে-কানাচে অমা, অঙ্ককার রোজ উচ্চ শির;
বিরহ আগুনে পুড়ে আলো-হীন, প্রিয় আজ অমা।
দাউ-দাউ অগ্নি জুলে, অসহন বিরহ-দহন,
বিরহ-আগুনে পুড়ে শ্বিয়মাণ দেহপ্রাণমন।

২৬.৬.২০১১

স্বপ্নে

স্বপ্নে শ্রীলা নঞ্চ অঙ্গে স্মান করে মন
স্বপ্নে তুমি পরম সুন্দর
সর্ব অঙ্গে চুমু খায় মন-মধুকর
আশ্লেষ-সঙ্গমে ডেকে ঝনুবুনু মন।

শ্রীলা তুমি স্বপ্নলোকে অপূর্ব সুন্দর
স্বরে যেন বাঁশি বাজে
গীতসুধা বারে হিয়া-মাবো
দেহপদ্মে গুণগুণ করে যোরে মন-মধুকর।

শ্রীলা তুমি স্বপ্নে যেন পুষ্প পারিজাত
তোমাকেই কেন্দ্র করে ভাষ্যমাণ মন-মধুকর
গুণগুণ গান করে রোজ রাতভর
স্বপ্নলোকে শ্রীলা তুমি ম-ম গন্ধ রাত।

স্বপ্নলোকে শ্রীলা তুমি পরম সুন্দর
তোমাকেই কেন্দ্র করে ভাষ্যমাণ মন-মধুকর।

২৭.৬.২০১১

স্বপ্নে দাও দেখা

মধ্য রাতে জেগে উঠি চিংকার করে ওঠে প্রাণ;
বলো-বলো শ্রীলা তুমি আজকাল কোন দেশে কই,
পত্রযোগে মুঠোফোনে বলো যদি চলে যাব সই,
তোমার বিরহে প্রাণ খান-খান কী যে ছত্রখান;
প্রাণ থেকে রক্ষ বারে, মন থেকে বারে দাবানল,
চোখ থেকে অঙ্গ বারে, পৃথী-গাড়ি খান-খান-খান,
স্বপ্নে রোজ দেখা দাও, বেঁচে ওঠে, জেগে ওঠে প্রাণ।
দুঃখভারে অশ্রুজলে রাতদিন চোখ ছলছল।

মধ্যরাতে জেগে শ্রীলা তোমার বিরহে কাঁদে প্রাণ;
অগণন অনুনয় রাত্রিভাগে স্বপ্নে দাও দেখা,
স্বপ্নে দেখে শান্তি পাব, রূপাণনে প্রাণ হবে সেঁকা;
বিরহ আগুনে পুড়ে মনপ্রাণদেহ ছত্রখান।
শ্রীলা স্বপ্নে দেখা দাও, বিরহ-আগুন যাবে নেবে
সুখী হব, শান্তি পাব, মনে-প্রাণে রাত্রিভর সেবে।

২৭.৬.২০১১

পরমা

তুমি হও বেহলা সুন্দরী রোজ
পরমা আমার
ইন্দ্রের সভায় নেচে
সর্পাঘাতে মৃত প্রাণে
দেবতার বরে করো সুধা সঞ্চারণ,
জীবনের দ্বার যাবে খুলে;
স্বর্ণ-ঘরে বসবাস
শিরোপরে গোল চাঁদ
গন্ধ-মাত বকুলের মূলে বসে
দৈত কষ্টে গেয়ে যাব জীবনের গান।

তুমি হও বেহলা সুন্দরী রোজ
পরমা আমার।

২৯.৬.২০১১

ରୂପ-ରାଜଧାନୀ

ଯୁବତୀ କାମିନୀ ତୁଇ
ଯେନ ପାକା ଲ୍ୟାଂଡା ଆମ
ରସ ଟସ-ଟସ
ଇଚ୍ଛା କରେ ମନ୍ସିଜ ରୂପ ଧରେ ରସ-ସୁଧା ପାନ କରି ରୋଜ ।

ଯୁବତୀ କାମିନୀ ତୁଇ
ସର୍ବ ଅଙ୍ଗେ ଗୋଲାପେର ଘାଣ
ଇଚ୍ଛା କରେ ରାତଦିନ ପ୍ରେମ କରେ
ଗନ୍ଧ-ସୁଧା ଶୁଙ୍କି ଅବିରାମ ।

ଯୁବତୀ କାମିନୀ ତୁଇ
ରୂପ-ତରଙ୍ଗ ସୋନାବୁରି ଗାଛ
ଇଚ୍ଛା କରେ ଅଙ୍ଗେ ତୋର ଅଙ୍ଗ ରେଖେ ହଦୟ ଜୁଡ଼ାଇ
ରୂପାରଣ୍ୟେ ହଦୟ ହାରାଇ
ଯୁବତୀ କାମିନୀ ତୁଇ ସୋନାବୁରି ଗାଛ
ଏ ଜଗତେ ଯୁଗେ-ଯୁଗେ ତୁଇ-ତୁଇ ରୂପ-ରାଜଧାନୀ ।

୮.୭.୨୦୧୧

কবিতা কল্পনালতা

আমার কবিতা মিতা দূরভাষে শোনাই তোমাকে;
আর তুমি বলে ওঠো : সুধাবৃষ্টি কানের ভিতরে,
প্রেম হাঁটে, প্রাণ হাঁটে পৃথী নৈর অতল গভীরে,
গাছে-গাছে ফুল ফোটে ফুল ধরে পাখি ডাকে শাখে,
চন্দ্রসূর্য তারা নাচে— আলো নাচে আনাচে-কানাচে।
কবিতা কল্পনালতা আয়ু তার হাজার বছর,
কানের ভিতরে যেন কুলকুলু ধৰনি বয়, বৃষ্টি ঘরঘর,
হারাধন ঘরে ফেরে, প্রাম তার জাগে থাপড়ি নাচে।

আমার কবিতা মিতা দূরভাষে শোনাই তোমাকে;
আর তুমি বলে ওঠো: মধু ঘরে কানের ভিতরে,
সুষমার মুখ দেখি, রূপ দেখি রোজ চোখ ভরে,
গাছে-গাছে পাখি ডাকে, ঝুতুরাজ নাচে শাখে-শাখে
কবিতা কল্পনালতা, জাদুদণ্ড, পরশপাথর
স্পর্শে তার প্রাণ জাগে, গায় গায় মন-মধুকর।

১০.৭.২০১১

গোপন প্রণয়

রাতের আঁধারে এসো হে বঙ্গু রাতের আঁধারে যেয়ো
তোমার আমার প্রণয়কাহিনি জানিবে না জানি কেউ
বনের গভীরে ফুলের মতন, মেঘের আড়ালে রোদের মতন
জলের অতলে মাছের মতো থেকে যাবে রোজ চোখের আড়ালে
স্বপ্নে কখনো জানিবে না জানি কেউ।

গোপন প্রণয় খুব মিঠে ফল, মধু-র মতন স্বাদু
দিনরাত তার অম্ভতের মতো স্বাদ
গোলাপের মতো সৌরভ তার চাঁদের মতন রূপ
রাতের আঁধারে এসো হে বঙ্গু রাতের আঁধারে যেয়ো
নরনারী ছার জানিবে না জানি সূর্যচন্দ্র মাটে বঙ্গু মাটে।

১১.৭.২০১১

অপার্থিৰ বন্ত প্ৰেম

অপার্থিৰ বন্ত প্ৰেম
স্পৰ্শে তাৰ সবকিছু প্ৰোজ্জল সুন্দৱ
কাঁটা বনে ফুটে ওঠে সূর্যমুখী ফুল
অঙ্ককাৰ আলো হয় চোখেৰ নিমেষে।

পৱশপাথৰ প্ৰেম
স্পৰ্শে তাৰ ঘৰবাড়ি সোনা
চন্দ্ৰ নাচে সূৰ্য নাচে নাচে তাৱাবলি
কলকল স্বৱে নদী বয় চৱাচৱে।

অপার্থিৰ বন্ত প্ৰেম
স্পৰ্শে তাৰ চৱাচৱ প্ৰোজ্জল সুন্দৱ।

১৩.৭.২০১১

ମଧୁର-ମଧୁର ପ୍ରେମ

ଠିକା-ବିର ସାଥେ ପ୍ରେମ ବିନିମୟ ଦୂଦୂଭି ବାଜେ ସ୍ଵର୍ଗେ ମର୍ତ୍ତେ

ମଧୁର-ମଧୁର ପ୍ରେମ

ଠିକା-ବିର ଠୋଟେ ବାବୁ ଚମୁ ଖାଯ ଠିକା-ବି ଖାଯ ଗାଲେ

ଠିକା-ବି ବାବୁ- ଜି ଏକ ବୃକ୍ଷେ ଦୁଟି ଫୁଲ

ଯେନ ବା ତାହାରା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକା ଛିଲେନ

ମଧୁର-ମଧୁର ପ୍ରେମ

ବାବୁଜି ଛାଡ଼େନ ପ୍ରେମେର ମୂଳ୍ୟ ହାଜାର ଟାକାର ନୋଟ

ବଲେନ: ନେ-ନେ ନିଭା

ଠିକା-ବି ବଲେ : ଭାଲୋବେସେ ବାବୁ ଦେହ ଦିଇ ଉପହାର

କଡ଼ି ଫେଲେ ତୁଇ କରିସ କେନ ପ୍ରେମେର ଅପମାନ

ବାବୁଜି ବଲେନ : ଠିକ

ଦୂଦୂଭି ବାଜେ ସ୍ଵର୍ଗେ ମର୍ତ୍ତେ ମଧୁର-ମଧୁର ପ୍ରେମ ।

୧୪.୭.୨୦୧୧

প্রেমসুধা পান করে

একদিন কেটে যাবে চুল-ঝাড় দেখে
একদিন কেটে যাবে রূপ দেখে- দেখে
একদিন কেটে যাবে চোখে রেখে চোখ
একদিন কেটে যাবে মুখে রেখে মুখ
একদিন কেটে যাবে নাভিফুল দেখে
একদিন কেটে যাবে যোনিমুখ দেখে
একদিন কেটে যাবে প্রেমগান গেয়ে
একদিন কেটে যাবে প্রেমসুধা খেয়ে
এ জীবন কেটে যাবে প্রেমছায়াতলে
প্রেমসুধা পান করে মৃত্যু যাব ভুলে।

১৪.৭.২০১১

পরকীয়া প্রেম

পরকীয়া প্রেম রস-টস্টস মালদহী আম
হাজার তারার মালা
আলোক-আঁধারে হাজার ঘরে পরকীয়া বাড়
কেউ দেখে কেউ দেখে না
যেজন করে পরকীয়া প্রেম সেজন প্রেমের রাজা
পরকীয়া প্রেম হাজার চাঁদের মেলা।

১৬.৭.২০১১

পরকীয়া

মধু বারে সুধা বারে পরকীয়া প্রেম
পরকীয়া সাপ-সাপ ফণা তুলে ফেঁসে

তারা জুলে চাঁদ জুলে পরকীয়া প্রেমে
পরকীয়া বাড়-বাড় অগ্নিবাড় শিরে

পরকীয়া চিরশ্যাম ফুল খুরাজ
ধারে-কাছে বাঘ হাঁটে ডাকে পশুরাজ।

১৭.৭.২০১১

অভিনয়

আজকাল সিংহভাগ নারী করে দক্ষ অভিনয়;
রংগালি পর্দায় নয়, ঘরে-দোরে বাইরে দিনরাত;
স্বামীকে সোহাগ করে, প্রেমিকেরও কাঁধে রাখে হাত;
প্রয়োজনে মধ্যরাতে করে তারা মালা-বিনময়।
হাতে-হাতে রাখি বেঁধে লক্ষ নারী ভূভারত-ভূক।
জনমত বিশ্বাসঘাতিনী নারী শতকরা আশি,
পুরুষের ভাগ্যে তাই জোটে রোজ নারীফুল বাসী;
বেকুব পুরুষ তবু ন্যূন্য করে দেখে সোনামুখ।

আজকাল সিংহভাগ নারী করে দক্ষ অভিনয়;
বেকুব পুরুষ ভাবে বিনুমাত্র মিথ্যে নয়— মাতসত্য রোজ;
ফলে তারা অস্তরালে কেঁদে-কেঁদে নির্থর-নিশৃপ্ত;
দৃঢ়খে বলে: মন্দ ভাগ্য, এ জীবনে সূর্যদেব হননি উদয়।
আজকাল সিংহভাগ নারী করে দক্ষ অভিনয়,
বেকুব পুরুষ জাতি দুঃখজ্বরে ভুগে-ভুগে করে আযুক্ষয়।

১৪.৭.২০১১

স্বপ্নে এসো স্বপ্নে যাও

জেনে গেছি মানুষের প্রাণ প্রিয়া স্বপ্নে করে বাস;
সঙ্গিনী গৃহিণী তার প্রিয়া নয়, নিছক ঘরণী;
পদ্ম নয়, গদ্য— গদ্য বলে নিয়ত রমণী;
প্রাণ-প্রিয়া স্বপ্নে এসে পুলকিত করে বারোমাস;
স্বপ্নে করে প্রতিদিন আলোকিত ঘর-দোর-বাড়ি,
মনোভূমে ভেসে আসে হাসনুহানা গঞ্জ ক্ষণে ক্ষণ;
স্বপ্নে এসো, স্বপ্নে যাও, প্রতিক্ষণ ভালো থাকে মন
যুগে-যুগে মানুষের প্রাণপ্রিয়া চির স্বপ্নচারী।

স্বপ্নে এসো, স্বপ্নে যাও, এ জীবন ধন্য করো প্রিয়া;
প্রতিদিন স্মৃতিপথে প্রতিক্ষণ করো আসা-যাওয়া;
স্বর্গসুখে তৃপ্ত মনে করব রোজ স্নানাহার শোয়া;
বিকমিক জ্যোৎস্নালোকে রাতভর শুয়ে থাকবে হিয়া।
স্বপ্নে এসো, স্বপ্নে যাও প্রতিক্ষণ মন থাকে ভালো;
বিরহ-আগুন নেবে, চাঁদ করে ঘর-দোর আলো।

২১.৭.২০১১

ନାରୀକେ ଚିନିନି

ଜୟଭର ନାରୀସଙ୍ଗ କରେ ଆମି ନାରୀକେ ଚିନିନି !
ଏକଦିନ ଉଦ୍ଧବ ନାରୀ, ଏକଦିନ କୁସୁମ-ଆସାର,
ଏକଦିନ ଶିଖ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଏକଦିନ ଅତି ଅନ୍ଧକାର;
ଏକଦିନ ବୃଷ୍ଟି ନାରୀ, ଏକଦିନ ଶୁରୁଣ୍ଗର ଧବନ;
ଏକଦିନ ସୁଧା ନଦୀ, ଏକଦିନ ଗରଳ-ସାଗର;
ଏକଦିନ ଗଞ୍ଜପୁଷ୍ପ, ଏକଦିନ ଚିରତାର ଜଳ;
ଏକଦିନ ମଧୁମାସ, ଏକଦିନ ବାଘିନୀ ପାଗଲ;
ଏକଦିନ ମାଂସଭାତ, ଏକଦିନ ସୁରମାର ଧଡ଼ ।

ଜୟଭର ନାରୀସଙ୍ଗ କରେ ଆମି ନାରୀକେ ଚିନିନି !
ଏକଦିନ ଶୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏକଦିନ ହୀନ ପ୍ରେତଯୋନି;
ଏକଦିନ ମିଠେ ଫଲ, ଏକଦିନ କାଲକେତୁ ଶନି;
ଏକଦିନ ଅନ୍ଧିଶିଥା, ଏକଦିନ ମୋହିନୀ କାମିନୀ ।
ଜୟଭର ନାରୀସଙ୍ଗ କରେ ଆମି ନାରୀକେ ଚିନିନି !
ଏକଦିନ ପ୍ରୀତିହୀନ, ଏକଦିନ ଆଦୁରେ ସଙ୍ଗିନୀ ।

୨୯.୭.୨୦୧୧

নিয়তির পরিহাস

নিয়তির পরিহাস, তুমি আজ সুমেরু অঘঘলে;
কাঢ় পরিহাসে তার আমি আজ কুমেরভূবনে;
জ্যোৎস্নালোকে বসে আর গল্প করা হবে না জীবনে;
বসিবে না কাছে আর মুখ মুছে গোলাপি আঁচলে।
সোনাবারা দিনগুলি রাতগুলি ঝরে গেছে জলে;
গোপনে হবে না যাওয়া যত্রত্র তোমার আমার;
মুখ তুলে কুহ স্বরে বার বার ডাকিবে না আর;
সোনাবারা দিনগুলি রাতগুলি ফিরিবে না ভুলে

মিলন হবে না জানি কখনো এ জীবনে আবার;
নিয়তির পরিহাস দিন যায় অনস্ত বিচ্ছেদে;
বিরহী যক্ষের মতো রাত যায় অবিরাম খেদে;
প্রেমাভাবে পৃথীজুড়ে দিনরাত অপার আঁধার।
সোনাবারা দিনগুলি রাতগুলি ঝরে গেছে জলে;
প্রেমাভাবে শান্তিহীন, চরাচর দাউ-দাউ জুলে।

৪.৪.২০১১

জীবনে হবে না দেখা

জীবনে হবে না দেখা, এই দুঃখ কুরে-কুরে খায়;
ব্যথার আগুনে পোড়ে রাত্রিদিন দেহমন প্রাণ;
কোথা যাই, কোথা গেলে শাস্তি পাই, সর্বত্র শাশান;
ব্যথার আগুনে পুড়ে দিনরাত করি হায়-হায়।
কী যে করি কী যে করি অবিরত জতুগ্রহে বাস;
বিরহ-আগুনে পুড়ে অহরহ অসার সংসার।
মেঘাবৃত মহাকাশ প্রেম চাঁদ উঠিবে না আর !
কী যে করি যে করি দূর চির দূর মধুমাস !

জীবনে হবে না দেখা, এই দুঃখ কুরে-কুরে খায়;
তোমার অভাবে বঙ্গ অহরহ দেখি অঙ্ককার;
শিরোপরে রাত্রিদিন বারোবারো বিরহ-আসার;
মরি মরি দিনগুলি রাতগুলি কী দুঃখে যায় !
জীবনে হবে না দেখা, এ বেদনা কুরে-কুরে খায়;
আগুনে-আগুনে পুড়ে দিন রাত করি হায়-হায়।

১৫.৮.২০১১

সামান্য ভুলের জন্য

সামান্য ভুলের জন্য দুঁজনেই ভাসি অশ্রজলে;
সুমেরু অঞ্চলে তুমি, আমি থাকি কুমেরু মূলুকে;
দৃঢ়খের আগুনে ঘর, প্রতিক্ষণ বাস অনালোকে;
সামান্য ভুলের জন্য চরাচর দাউ-দাউ জুলে।
একদিন বলেছিলে : হাত ধরে হও প্রিয় নাথ
আমার উত্তর ছিল : হবে-হবে, ছয় মাস পরে;
দেকারণে সম্পদান করা হল অন্য এক বরে,
ফলত দুঁজনে দুঃখী, অস্তর্দাহে পুড়ি দিনরাত।

দুঁজনার অশ্রজলে সৃষ্ট যেন ভারতসাগর;
বেদনার বাড়ে পড়ে দিন যায় তোমার আমার।
কী যে করি কী যে করি শিরে বরে আগুন-আসার;
তোমার অনন্ত দৃঢ়খ, আমি দৃঢ়খে ক্লাস্ত নাগর।
সামান্য ভুলের জন্য দুঁজনেই ভাসি অশ্রবানে,
মনোলোকে তরঙ্গিত নদী বয়, অগ্নিবাড় হানে।

১৭.৮.২০১১

କ୍ଷଣେ-କ୍ଷଣେ ମନେ ପଡ଼େ

କ୍ଷଣେ-କ୍ଷଣେ ମନେ ପଡ଼େ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଭୁଲିତେ ପାରିନା
ଗୋଲ ଚାଁଦ ମୁଖେ ଛିଲ ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଵା ଘିଲମିଲ
ହେମପଦ୍ମ ହାତେ ଛିଲ ଚନ୍ଦନ ପରଶ
ନୀଳାର ଅରଣ୍ୟ ଛିଲ ଚୁଲ ନୀଳ ଚୁଲ
ଉଞ୍ଚଳ ହାସିତେ ଛିଲ ହିରାର ଘିଲିକ
ସୋନାର ମତନ ଛିଲ ଉଞ୍ଚଳ ଶରୀର
ଜୁଲଜୁଲ ଚୋଖେ ଛିଲ ନୀଳା ଘିଲମିଲ
କ୍ଷଣେ-କ୍ଷଣେ ମନେ ପଡ଼େ ଏକଦଣ୍ଡ ଭୁଲିତେ ପାରିନା ।

ପ୍ରେମ ଛିଲ ସାଗରେର ମତନ ଗଭୀର
ସ୍ତନମାଳା ଛିଲ ଦୁଟି ସୋନାର ପାହାଡ଼
ସ୍ଵର ଛିଲ କୋଯେଲେର ମତନ ମଧୁର
ବାହୁତା ଦୁଟି ଛିଲ ମୃଣାଳ-ସଦୃଶ
ଅଙ୍ଗୁରିତ ତୃଣ ଛିଲ ନୀଳ ଲୋମାବଲି
କ୍ଷଣେ-କ୍ଷଣେ ମନେ ପଡ଼େ ଏକଦଣ୍ଡ ଭୁଲିତେ ପାରିନା ।

୨୨.୮.୨୦୧୧

ରୂପାଘାତ

ପୁରୁଷନିଧନ କଲା ଜାନେ ଭାଲୋ ମୋହିନୀ ସମାଜ
ଚୋଥେ ତାରା ତାରକା ଜ୍ଵାଲାଯ
ମୁଖେ ତାରା ଗୋଲାପ ଫୋଟାଯ
ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ବାନ ଡାକେ ହାସିର ଆଓଯାଜ;
ଛଲାକଳା ପଟିଯସୀ କାମିନୀ ସମାଜ
ଅଭ୍ୟେ ଶାସନ କରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାତି;
ଭୋଲାଯ ମଧୁର ସ୍ଵରେ ମୁନି ଝୟି ହାଜାର ନୃପତି
ଅର୍ବୁଦ ପୁରୁଷସିଂହ ରୂପାଘାତେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଙ୍ଗ ଜାହାଜ ।

ପୁରୁଷନିଧନ ଯଞ୍ଜ ଜାନେ ଭାଲୋ ରମଣୀ ସମାଜ;
ରାଜାବାଦଶା ସାଧାରଣ ରୂପାଘାତେ ଭାଙ୍ଗ ଜାହାଜ ।

୨୯.୮.୨୦୧୧

ভালোবেসে হাত ধরো

ভালোবেসে হাত ধরো মেলে দেব হাদয়-গোলাপ
আমার সর্বশ্র দেব, স্তনহার দেব উপহার
এই দেহ তোমার-তোমার
এমনি দেহ নিয়ে খেলা পাপ, বঙ্গু পাপ।

ভালোবেসে হাত ধরো অঙ্ককারে হব আমি দীপ
হাতে বঙ্গু তুলে দেব জাদুদণ্ড, পরশপাথর
সারা চরাচর
আমি হব রানি সখা, তুমি হবে আমার অধিপ।

ভালোবেসে হাত ধরো মেলে দেব হাদয়-গোলাপ
রাত্রিদিন খুনসুটি, প্রতিদিন মধুর আলাপ।

১.৯.২০১১

প্রার্থনা

নারী আমি
প্রতিদিন প্রার্থনা আমার—
রূপরাজ সিংহ পুরুষ
গুণরাজ লোক;
রাপের গুণের পূজা করি আমি রোজ
রূপরাজ গুণরাজ প্রবীণও বরেণ্য।

৩.৯.২০১১

আলোর আলয়

সুন্দরী তোমাকে দেখে পুলক-সাগরে ভাসে মন;
ইচ্ছা করে প্রেম-প্রেম খেলা খেলে রোজ
এ হৃদয় করি পিঙ্ক সোনালি সবুজ;
চুম্বনে-চুম্বনে করি প্রিয় সন্তান্য।
সুন্দরী তোমাকে দেখে আনন্দ সাগরে ভাসে হিয়া;
ইচ্ছা করে চাঁদ মুখে করি রোজ অমরের মতন গুঞ্জন,
আদরে-আদরে করি সোনা রং শরীর লুঠন,
মধুর প্রণয়ে ভেসে অবিরাম ডাকি প্রিয়া-প্রিয়া।

সুন্দরী তোমাকে দেখে গীয়মান সমস্ত শরীর,
সুখসিঙ্গ, শাস্তিজলে স্নান করে আমার হৃদয়;
প্রাণ-পাখি গান করে পেয়ে গেছি আনন্দ-আলয়;
চারপাশে অনুবিষ্ঠ সূর্যচন্দ্র তারকার ভিড়।
সুন্দরী তোমাকে দেখে দিনরাত মোহিত হৃদয়,
প্রাণমন বলে ওঠে : পেয়ে গেছি আলোর আলয়।

৩.৯.২০১১

আমি রূপা

প্রতিটি তরুণী তর
কী যেন ইঙ্গিত করে চোখে
যেন বলে: আমি রূপা
প্রস্ফুটিত ফুল
সুন্দরী প্রধান
দেখো-দেখো সমুহ পুরুষ।

১৩.৯.২০১১

ଲଲିତେ କଠୋରେ

ଚୋଥ ଥେକେ ବାରେ ପଡ଼େ
ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ
ମୁଖ ଥେକେ ବାରେ ଗାନ
ସୋନାଲି ଗୋଲାପି
ଶରୀରେ ଶଞ୍ଚ ବାଜେ
ଶୁଣ ସ୍ଵପ୍ନଫୁଲ
ବୈଣି ଯେନ ଭୟକର ସାପ
ମରି- ମରି- ମରି
ସୁନ୍ଦରୀତମା ତୁମି
ଲଲିତେ କଠୋରେ ।

୧୪.୯.୨୦୧୧

সে

এক
সুইট টোয়েল্টি তুই
আর আমি আশি
মুচকি হেসে কথা কোস
সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি
মনে-মনে বলি রোজ
তুই ছোট শালি।

দুই
সে এক ফড়িং বালা
ফড়িঙের মতো তার চলা
সে চির চধলা।
মাঝে-মাঝে মনে হয়
সে তো পাখি টুন্টুনি
যাতায়াতে ঝুন্ঝুন করে যেন
বাজে ঝুন্ঝুনি।

১৫.৯.২০১১

সে এলে

সে এলে শুরু

শুনগুন গান

প্রজাপতি ওড়ে হাদয়ে

মরা ডালে ফোটে ফুল

কোকিল ডাকে গাছে-গাছে-গাছে

সোনা বারা দিন সুর ধরে নাচে।

১৯.৯.২০১১

অপার্থিব প্রেম অম

চোখে জাদু, মুখে জাদু, জাদু-জাদু সর্বাঙ্গে তোমার;
প্রেম নয়, মোহে পড়ে রাত্রিদিন ডাকি প্রিয়া-প্রিয়া;
রূপাঙ্গনে মোহাঘাতে দিনরাত বিগলিত হিয়া;
মোহ-মুক্তির প্রেম, ধাঁধা- ধাঁধা, ধাঁধার আঁধার।
অপার্থিব প্রেম অম। রূপ জালে হৃদয়ে আগুন,
মোহাঙ্গনে রূপাঙ্গণে পুড়ে-পুড়ে ডাকি টিয়া-টিয়া,
অপার্থিব প্রেম অম, মোহ রচে সোনালি ফাল্গুন।

মুখে জাদু চোখে জাদু, সর্ব অঙ্গে জাদুর বাহার;
মোহে পড়ে প্রেম করি, হাসি-নাচি সর্বদা সুন্দরী;
যেখানেই যাও তুমি পিছে-পিছে গুণগুণ করি;
রূপাঙ্গণে পুড়ে-পুড়ে পূজা করি সুন্দরী তোমার।
অপার্থিব প্রেম অম। শূন্য, মহাশূন্য সে ভাঁড়ার,
রূপাঙ্গনে পড়ে প্রেম, প্রাস করে রূপের বাহার।

২৫.৯.২০১১

সেই থেকে

ও আমাকে দাদা ডাকত
আমিও শুকে দেখতাম বোনের ঘোড়ো
একদিন কাগাণ্ডনে পুড়ে
অঙ্ককারে ও আমাকে বাহবলি করল
সেই থেকে ও আমার রাজনীগঙ্গা
আমি ওর শক্তযাজ ফুল।

৮.১০.২০১১

জন্ম রোমান্টিক

যুবতে পারি না আমি তাড়া করে বাল্য সহচরী
সঙ্গে বেলা আম জাম কাঁঠালের বন যেঁমে খেলা লুকোচুরি
পরিয়ে দিতাম আমি ফুলমালা স্মৃতির গলায়
যোনিমুখে শিশু রেখে একদিন প্রচুর আদর...
বন্ধ খেলা, পরদিন শুরু পুনরায়
জলের ঘাটেতে স্মৃতি। হেসে বলি আয় স্মৃতি আয়
স্মৃতি বলে দুষ্ট তুমি, আড়ি-আড়ি-আড়ি
স্মৃতিকে জড়িয়ে ধরে আট চুমু, জন্ম রোমান্টিক।

৮.১১.২০১১

কিকৰীর প্ৰেম

টেস্ট কৰে দেখিয়াছি কিকৰীর প্ৰেম
মধ্বাভাবে মিশ্ৰিবৎ খেজুৱেৰ গুড়

চুল তাৰ রঞ্জ শুক্ষ

মুখ তাৰ রঞ্জ শুক্ষ

সুমধুৰ হাসি তাৰ অপূৰ্ব সুন্দৰ
চোখ তাৰ প্ৰশ়ুটিত নীল জবা ফুল।

টেস্ট কৰে দেখিয়াছি কিকৰীর প্ৰেম
গন্ধ তাৰ শেফালিকা ফুলেৰ মতন
দণ্ড তাৰ জলভৰা দিঘিৰ মতন
সন তাৰ তৃণবৃত টিলাৰ মতন
প্ৰকৃতিৰ হাতে গড়া মন তাৰ অনিদ্য সুন্দৰ
প্ৰেম তাৰ অসামান্য। কী অসাধাৱণ !

ইচ্ছা কৰে ভোসে যাই তাৰ প্ৰেম নদে,
ইচ্ছা কৰে ডুবে যাই তাৰ প্ৰেম-নদে।

৭.১১.২০১১

... ওড়ো হাদয় উদ্যানে

সুন্দরী তরুণী তুমি এলে অবেলায়
কী যে করি কী যে করি
যেদ্যায় ঘরি-ঘরি
দিনভর স্বাস্থিন, নিদ্রাহীন রাত।
এলে অবেলায়
হাত ধরো, পেমে ডাকো বলিতে পারি না
যাও ফিরে যাও তুমি বলিতে পারি না
বলি :
গুনগুন করে ওড়ো হাদয়ে-উদ্যানে।

৭.১.১.২০১১

জানবে না কেউ

গৃহিণী ব্যস্ত থাকে একতলায়
নাতি দেখে নাতনি করে বড়
পরিচারিকার সাথে তিন তলায় প্রেম করে আমী
চা সহ বিস্কুট দেয় পরিচারিকা
মুচকি হাসে শুনগুনিয়ে গান গায় দুপুর সন্ধ্যায়
বার-বার তার কালো চোখ তুলে বাবুকে সে ভোলায়
বাবুর হাদয় ভাসে ফুরফুরে প্রেমের হাওয়ায়
এ ভাবেই দিন আসে দিন যায়
মনে- মনে বাবু ভাবে : পাকা মিঠা ফল এ পরিচারিকা
যে কোনো সময়ে আমি চুবে খাবো তার রস টস টস আম জোড়া
পরিচারিকাও মনে-মনে ভাবে: বাবু প্রেমিক মানুষ
আমাকেও ভালোবাসে খুব
একটি দুপুরে আমি হব তার শয্যাসঙ্গিনী
জানবে না কেউ।

৮.১১.২০১১

ঝাতুভেদে ফলে

ন বছর আগে এলে গভীর প্রণয় হতো ঝুমা
তখন যৌবন ছিল টগ্বগ্ৰন্দী এক
অনায়াসে তুমি হতে আমার প্রেমিকা
হেসে-খেলে দিন যেতো দুঁটি পায়ে ঝুনঝুন বাজিত নৃপুর।

ন বছর আগে এলে তুমি হতে আমার প্রেমিকা
যাও ফিরে যাও তুমি
প্রেমেরও সময় আছে
ফসলের মতো প্রেমও ঝাতুভেদে ফলে
তাই জন্য সারমেয়-সারমেয়ী
গভীর প্রণয়ে ডোবে শুধু ভাদ্রমাসে।

১২.১১.২০১১

মনে-মনে প্রেম করে...

বার-বার চোখ তুলে কেন যে তাকাস
পিয়া হতে চাস ?
জানিস না— জানিস না তুই
প্রেম কোনো ছেলে-খেলা নয়, আগ নিয়ে খেলা
অঙ্ককারে তরঙ্গিনী জলে আলো-ভেলা
জেনে নে জেনে নে তুই
প্রবাসিনী আমার প্রেমিকা
তার সাথে মনে মনে প্রেম করে যায় দিন রাত।

১২.১১.২০১১

হৎপুরে হাত রাখো

ঘোলো- আনা ভালোবাসি নবীন প্রেমিকা

বরণ নিষেধ

কারণ-কারণ আছে

যরবাড়ি আলো করে অন্য এক নারী

আমি তার হেম

হৎপুরে হাত রাখো নবীন প্রেমিকা

আমি চাই অলৌকিক প্রেমের রোদ্ধূর।

১৭.১১.২০১১

ଦିନଲିପି

এক

ଅବୈଧ ପ୍ରଣାମ
 ଅନ୍ଧକାରେ ଶିଖଯୋନି ଖୋଲା ଶୁରୁ
 ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକା
 ସୋହାଗି କିଞ୍ଚରୀ ଡାକେ; ମାନିକ, ମାନିକ !
 ମାନିକ ଆଦର କରେ ଡାକେ ତାକେ;
 ସୋନାପାଖି, ଜୁଇ ।

ଦୁই

ମୁଖ୍ୟ ପରେ ସ୍ଵାର୍ଥ ମିଳି ହ୍ୟ ନା ସୁନ୍ଦରୀ
 ପ୍ରେମେ ହଲେ ବଲୀଯାନ ସବସିଦ୍ଧି ନିମେବେ ଭରାରୀ ।

ତିନ

ନରନାରୀ ଯୁଗ୍ମତର୍କ
 ଅନାୟାସେ ଡାଲେ ତାର ଫୋଟେ ପ୍ରେମଫୁଲ
 କେଉଁ ଯଦି ଭାବେ ଇଚ୍ଛା କରେ ପ୍ରେମ କରା ଯାଯ
 ତାହଲେ ଏଖଳୋ ସେ ଜନ୍ମଇ ନେଇନି ।

ଚାର

ସ୍ଵରେ ବାଜେ ବାଁଶି
 ଇଚ୍ଛା କରେ ଘର ବାଧି
 ଭଯ କରେ
 ସ୍ଵଭାବତ ନାରୀ ଉଡ଼ୋପାଖି ।

୨୦.୧୧.୨୦୧୧

নিষিদ্ধ প্রণয়

তোমার আটাশ আর আমার সন্তরে
নিষিদ্ধ প্রণয়
অঙ্ককারে নগ অঙ্গ মেলে খেলা
লিঙ্ঘযোনি খেলা অন্তরালে
ফাঁস হয়ে পড়ে যদি
গাজে উঠবে দশদিক, বঙ্গু পরিজন
জানতে যদি পারে নাতি-নাত বট
মাথা দুটি হেঁট করে দেশাস্তরী হতে হবে সই
সঙ্গেপনে প্রেম করো
লুকোচুরি খেলা খেলো জানবে না কেউ।

অঙ্ককার মধুরাতে প্রেমে ডাকি রোজ
অন্তরালে মৃদু স্বরে কথা
তুমি চোর আমি চোর
প্রেমরাজ্যে চৌর্যবৃত্তি মধুর-মধুর
নগরূপ মেলে ধরো
লিঙ্ঘযোনি খেলা খেলো
প্রেম-প্রেম নীল চোখে কথা
সব প্রেম অপার্থিব সুধার সাগর।

২২.১১.২০১১

অসম বয়সী প্রেম

কল্যার বয়সী তুই
তোর সাথে প্রেম করি রোজ;
আমি তোর উচ্ছল নাগর।
লোকে বলে : ভালো নয়
অসম বয়সী প্রেম নিষিদ্ধ ব্যাপার।
আমি বলি : কী যে করি কী যে করি!
প্রেমাঘাতে মরি-মরি নিয়ত পাগল
স্ফুট ফুল তুলে করি শিরসি ভূষণ
সে কি অপরাধ?

নারী বলে :

প্রেম রাজ্যে বয়স ব্যাপার নয়
কাছে এলে মধুকর জেগে ওঠে প্রেম
নারী আমি প্রেমের পূজারী
আমার অবিষ্ট রোজ প্রেম-রত্নাকর।

২৩.১১.২০১১

সুষমার দেশ

জনহীন দ্বৰ

তঘী তরুণী তুমি সোনার ভূমরী নাকি

সুর্যমুখী ফুল

পুত্পন্দী আমার স্বভাব

নিই নাকেঁ হ্রাণ

সম্যাসীর চোখে দেখে রাপের বাহার

সুষমার দেশে ঘূরি

অপার্থিব রাজ্য করি বাস।

২৩.১১.২০১১



ভালোবাসা-১

কী যে করি কী যে করি ! মরি-মরি প্রেমে ;
আনাচে-কানাচে রোজ
ভুমরীর মতো তুমি করো গুঞ্জরণ
ডানে তুমি বাঁয়ে তুমি
উত্তরে দক্ষিণে তুমি
সামনে পিছে তোমার উড়ন
মাঝরাতে পরি হয়ে ডানা মেলে দাও
ডানায় ঘূমিয়ে পড়ি
রাত্রি হয় ভোর।
সামনে তুমি পিছে তুমি
উত্তরে দক্ষিণে তুমি
দেখে-দেখে রাত্রি হয়, সূর্য ওঠে রোজ।

২৩.১১.২০১১

মোহনার দিকে

ছুঁড়ি তার চোখ দুটি যেন গঞ্জ ফুল
গঞ্জে তার রাত্রিদিন মাতাল-মাতাল
পাহাড়ের মতো সুন
মাদলের মতো বাজে হৃদয়ে আমার
কড়ামিঠে প্রেম তোর যেন জ্যোৎস্না রোদ
দেহ যেন সোনার বল্লম
মন বিঁধে প্রাণ বিঁধে রোজ
প্রেমাঘাতে এ হৃদয় হর্ষে আটখানা ।

কালো ছুঁড়ি নীল পরি
নিমেষেই বরবর বরনা তুই,
করে আমি স্নান
ধীরে-ধীরে মোহনার দিকে ভেসে যাই ।

২৫.১১.২০১১

ভালোবাসা-২

দয়িতা হবে না জানি তবু ভালোবাসি
চোখ থেকে ঠিকরে পড়ে নীলাভ আলোক
হাসি থেকে বারে ঘূম ভাঙানিয়া শ্লোক
প্রেমাঘাতে মরি-মরি প্রেম-বানে ভাসি।

মিলন হবে না জানি তবু আগে প্রণয়-হিঙ্গোল
দেহ-জুড়ে পুষ্প গঞ্জ, মরি-মরি প্রেম !
মন থেকে মধু বারে তরলিত হেম।
রৌদ্রালোকে তুমি যেন সূর্যমূখী ফুল।

প্রেমিকা হবে না জানি তবু ভালোবাসি
অপার্থিব প্রেম-নদে রোজ বানভাসি।

২৮.১১.২০১১

সাধারণ মেয়ে

সাধারণ মেয়ে তুমি সারা গায় জ্যোৎস্নার হাসি
বৈদিক প্রশাস্তি চোখে, ডাকি পিয়া-পিয়া
অবিরত সূর ধরে ডাকি টিয়া-টিয়া
প্রাণের ভিতর বাজে সে মোহন বাঁশি ।
সাধারণ মেয়ে তুমি কী মধুর রূপ !
সর্ব অঙ্গে করে ঝলমল
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ধবল
মরি-মরি রূপ ।

সাধারণ মেয়ে তুমি আনন্দ-আলয়
কেন্দ্র করে দিন অতিপাত
বিছিয়ে দিলাম পায় শ্রেণি জাতপাত
দিন যায় রাত যায় মধুরে ভালোয়
দিন যায় রাত যায় অমল আলোয়
সাধারণ মেয়ে তুমি শাস্তির আলয় ।

৩০.১১.২০১১

কাজল অমরী

কালো পরি
গোপনে সঙ্গে করি
নিশদিন তুমি-তুমি আমাৰ সুন্দৰী

পলকেই লাল পরি নীল পরি
কাজল অমরী
প্ৰেমাঘাতে রাত্ৰিদিন মৱি-মৱি-মৱি!

২.১২.২০১১

ক্ষমা করো সোমা দাস

ক্ষমা করো সোমা দাস

মেয়ের মতন নয়, মেয়ে-মানুষের মতো আমি দেখব তোমায়

অঙ্ককারে কাছে বসে গল্প করব রোজ

জ্যোৎস্নালোকে শেফালিকা তলে বসে গাইব আমরা গান

সুন্দরী তরুণী তুমি

প্রিয়তমা বলে আমি ডাকব তোমায়

মেয়ের মতন নয়

মেয়ে মানুষের মতো আমি করব আদর

উপহার দিব শীতে মুগার চাদর

চরণে পরিয়ে দেব রূপার নৃপুর

গলায় পরিয়ে দেব সাতনরি হার

আসাম-সিঙ্কের শাড়ি দেব উপহার।

ক্ষমা করো সোমা দাস

মেয়ের মতন নয়

মেয়ে-মানুষের মতো আমি দেখব তোমায়

সুন্দরী তরুণী তুমি

সুষমার গাছ

দুটি চোখে জুল জুলে নীলাকাশ

পুরুষ-পুরুষ আমি

সোমা দাস তোমার বাতাস

হরিণের মতো করে চথগল রোজ

প্রেমিকের চোখে আমি দেখব তোমায়

এই স্বাভাবিক

প্রকৃতির অমোঘ বিধান।

৩.১২.২০০১

କାଳୋ ପରି

ତୋମାକେ ସନ୍ଦମେ ଡାକି ରାତର ଆଁଧାରେ
ପ୍ରେମଗଙ୍କେ ମରି-ମରି ! କୀ ଯେ ହର୍ଷବାଡ଼ !
କାଳୋ ଠୋଟେ ଠୋଟେ ରେଖେ ହର୍ଷ ରାତଭର
କାଳୋ ଚୁଲେ ମୁଖ ରେଖେ ହର୍ଷ ରାତଭର
କାଳୋ ଦେହେ ଦେହ ରେଖେ ହର୍ଷ ରାତଭର
ପ୍ରେମାଣୁଷେ ପୁଡ଼େ-ପୁଡ଼େ ରାତ୍ରି ହୟ ଭୋର ।

ତୋମାକେ ସନ୍ଦମେ ଡାକି ରାତର ଆଁଧାରେ
କାଳୋ ଠୋଟେ ଚୁମୁ-ବାଡ଼ ହର୍ଷ ରାତଭର
କାଳୋ ଦେହ ଲୁଠ କରେ ହର୍ଷ ରାତଭର
ମରି-ମରି ପ୍ରେମ-ଗନ୍ଧ କୀ ଯେ ହର୍ଷବାଡ଼
ପ୍ରେମଲୋକେ କାଳୋ ପରି ଜଗଂ-ମୋହିନୀ
ପ୍ରେମଲୋକେ କାଳୋ ପରି ଜଗଂ-ମୋହିନୀ ।

୭.୧୨.୨୦୧୧

এক বৃক্ষে দুটি ফুল

মাৰো-মাৰো উছলে পড়ে প্ৰেম নদী সুন্দৱী তোমার
আৱ তুমি শিখ চেটে আনলে মশগুল
কাম-প্ৰেম এক বৃক্ষে যেন দুটি ফুল
একজন সূর্য যদি অন্যজন সোম।

১১.১২.২০১১

নির্বিকার প্রেম করো

নির্বিকার প্রেম করো, যৌন খেলা অপছন্দ প্রিয়
অল্পস্বল্প স্পর্শসুখ এহ বাহ্য জানি
ওষ্ঠাধারে চুমু খাও এহ বাহ্য মানি
নির্বিকার যৌনখেলা; নিমতেতো প্রগয়-অমিয়।
চূর্ণচুলে হাত রাখো চুমু খাও গালে
হাতে হাত রেখে করো অধূর প্রণয়
শুধু শুধু যৌনাচার ভাল্ লাগে না প্রিয়
প্রেম-ফাঁদে সুধাস্বাদ; শুধু শুধু যৌনাচার পূর্ণ ধূলিজালে।

নির্বিকার প্রেম করো, শুধু-শুধু যৌনখেলা নাদ
চোখে-চোখে কথা কও রম্যাণি জীবন
দ্বৈতকঞ্চে গান গাও সোনালি ভুবন
বলো বলো : প্রেম-প্রেম, প্রেমে সুধাস্বাদ।
নির্বিকার প্রেম করো, যৌনখেলা অপছন্দ প্রিয়
শুধু শুধু যৌনখেলা; নিমতেতো প্রগয়-অমিয়।

১৭.১.২০১১

দাসী বাঁদি নও তুমি

দাসী-বাঁদি নও তুমি; প্রেমিকা আমার
চোখ দুটি প্রস্ফুটিত নীল জবা ফুল
কানে দোলে ঝলমল নীল রং দোল
বার বার শুভদৃষ্টি, বারে প্রেমাসার
হাত ধরো ঘর বাঁধি দূর নীলাচল
পাখির কাকলি শুনে দিন যাবে সই
তুমি হবে নীলপান্থ, প্রস্ফুটিত ঝুই
প্রবাহিত হবে পাশে নদী কলকল।

দাসী-বাঁদি নও তুমি; প্রেমিকা আমার
কাছে এলে এ হাদয়ে ফোটে লক্ষ ফুল
রাতদিন এ হাদয় রোজ খায় দোল
অবিরাম শুভদৃষ্টি, বারে প্রেমাসার।
দাসী-বাঁদি নও তুমি; প্রেমিকা আমার
কাছে এলে আলো-আলো; দূর অঙ্ককার।

২৩.১২.২০১১

দীর্ঘদিন পরে দেখা

দীর্ঘদিন পরে দেখা, দৈবে যেন দীঘরী দর্শন;
কিংবা প্রীত মহালক্ষ্মী দেবী যেন আবির্ভূত ঘরে;
চোখে আলো মুখে আলো মুহূর্ত মধু ঝরে স্বরে,
দেবতার বরে যেন এ নারীর গৃহে আগমন।
দীর্ঘদিন পরে দেখা ডানে-বাঁয়ে আনন্দ-নগর;
উত্তরে দক্ষিণে বয় মুহূর্ত স্নিগ্ধ সমীরণ,
গায়ে অরূপাভা জুলে রূপালোকে করি সন্তুরণ,
দীর্ঘদিন পরে দেখা ঘরবাড়ি আনন্দ-সাগর।

দীর্ঘদিন পরে দেখা মরি-মরি মধুর মিলন !
দেহমন সুর সাধে প্রতিক্ষণ প্রীতিনীড়ে বাস,
মহূর্ত পুষ্পবনে প্রাণ ভরে নিশাস-প্রশাস,
জুলজুল লাল চাঁদ, জ্যোৎস্নারাত গোলাপি জীবন।
দীর্ঘদিন পরে দেখা মরি মরি মধুর ভুবন।
মহালক্ষ্মী দেবী যেন গৃহাগত, দীঘরী দর্শন।

২৬.১২.২০১১

ମେଘେ ମାନୁଷେର ରୂପ

ମେଘେ ମାନୁଷେର ରୂପ ଦେଖି
ଚୁଲ ଚୋଥ ମୁଖ ଦେଖି ତାର
କୀ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମମତା ଛଡ଼ିଯେ
ଡାକେ ପ୍ରତ୍ୟଞ୍ଜ ତାର

ଶନ ତାର ଧୋନି ତାର ସମ୍ମନ ଶରୀର
ସୁଷମାର ଫୁଲ
ମେ ଫୁଲେର ଗନ୍ଧ ଶୁଁକେ ରୋଜ
ଅନ୍ତରାଞ୍ଚା ସୁରଧୁନୀ ଜଳେ କରେ ଭାନ ।

୨୯.୧୨.୨୦୧୧